আমলে ইখলাস আসবে যেভাবে

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

আমীমুল ইহসান
অনূদিত

লেখক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বাইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তার 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়াও তার কুরআন শরিফের শেষ দশ পারার তাফসির এবং ছয় খণ্ডে রচিত রিয়াজুস সালিহিনের ব্যাখ্যাগ্রন্থটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক এই সিরিজটির মূল উপকরণগুলো চয়ন করা হয়েছে সালাফে সালিহিনের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার বিশাল সম্ভার থেকে। শাইখের রচনা পড়লেই বোঝা যায় জীবনের একটি বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে। অদম্য কৌতূহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি যুগের পথে-প্রান্তরে। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরেছেন আলোর পাথেয়। সালাফের কর্মমুখর জীবনভান্ডার থেকে দুহাতে সংগ্রহ করেছেন মূল্যবান সব মণিমুক্তো। আর তা-ই দিয়ে তিনি থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) সিরিজ। তাঁর উপস্থাপনার ভঙ্গিতে ঝরে পড়ে অফুরন্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা। রচনার পরতে পরতে বারবার তিনি আহ্বান জানান মুসলিম তারুণ্যকে—তারা যেন উঠে আসে সালাফের অনুসৃত পথে; তাদের যৌবন যেন ব্যয়িত হয় উম্মাহর কল্যাণে।

এই সিরিজের বেশ কিছু বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন তাদের মুগ্ধতাভরা উপলব্ধির কথা—

বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়ার কথা। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আমাদের প্রকাশনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় পাঠক, এবার আমরা নিয়ে এসেছি আলোচ্য সিরিজের আরও একটি অসাধারণ উপহার—'আমলে ইখলাস আসবে যেভাবে।' মূল আরবি নাম (مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ)। বইটিতে উঠে এসেছে দ্বীনে ইসলামের সারমর্ম ইখলাসের কথা। ইখলাসবিহীন কোনো আমলই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। ইখলাসের বিপরীত হলো রিয়া ও লৌকিকতা। আলোচ্য পুস্তিকায় শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে ইখলাসের স্বরূপ ও প্রকৃতি, রিয়ার ভয়ংকর পরিণাম, ইখলাস অর্জনের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা।

আশা করি, বইটি আপনাকে আপনার ইমান ও আমল সম্পর্কে নতুন করে সচেতন করবে। ইখলাস ও নিষ্ঠা অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতে নাজাতের পথ দেখাবে। সর্বোপরি আমল-বিধ্বংসী রিয়া ও লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমাদের আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

আমীমুল ইহসান
১০ আগস্ট, ২০২১ ইসায়ি

সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ০৯

প্রবেশিকা ⁞ ১১

ইখলাস—অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ আমল ⁞ ১৬

রিয়া ⁞ ১৯

আত্মতুষ্টি ⁞ ৩৯

আত্মতুষ্টির প্রকারভেদ ⁞ ৩৯

রিয়ার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার ⁞ ৮৫

সালাফের আমল গোপন করার প্রচেষ্টা ও কৌশল ⁞ ৮৯

রিয়ার প্রতিকার ⁞ ১০৯

কিছু বিষয়—যা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় ⁞ ১১৫

পরিশিষ্ট ⁞ ১১৯

ভূমিকা

الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

নফসের তাজকিয়া ও তারবিয়াহ এবং আত্মার পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু আজ উম্মাহর এক বিশাল জনগোষ্ঠী এই ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। চারিদিকে কল্যাণের ছড়াছড়ি ও সঠিকপথে অধিকাংশ মানুষ চলা সত্ত্বেও এমন কিছু মানুষ দেখা যায়, যারা সঠিক পথ কামনা করে; কিন্তু খুঁজে পায় না। যারা রাস্তার সন্ধানে বের হয়; কিন্তু দিক হারিয়ে ফেলে। শয়তান তাদের ঘাড়ে চেপে বসে এবং তাদেরকে নিজের বাহনরূপে ব্যবহার করে লৌকিকতা, খ্যাতিপ্রিয়তা ও অহমিকার অন্ধকূপে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। বিষয়টি খুবই গভীর, বিস্তৃত ও গুরুত্ববহ। আমি এই গভীর প্রসঙ্গের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমার ছোট বালতি ফেলে অল্প কিছু জ্ঞানের জল বের করার প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার দাবি আমি করছি না। এই টুটাফাটা মেহনত এবং নিজের জন্য ও মুসলিমদের জন্য হৃদয়ে লালিত কল্যাণকামিতাকেই আমি যথেষ্ট মনে করেছি।

এটি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) সিরিজের সপ্তদশ খণ্ড, যার শিরোনাম (مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ)।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কথায় ও কাজে ইখলাস দান করুন। আমাদের বিশুদ্ধ ও ইখলাসপূর্ণ আমল করার তাওফিক দিন এবং রিয়া থেকে হিফাজত করুন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

প্রবেশিকা

ইখলাস দ্বীনের সারবস্তু এবং রাসুলগণের দাওয়াহর মূলকথা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

'তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।'[১]

তিনি আরও বলেন :

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

'জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদত ও আনুগত্য।'[২]

অন্যত্র বলেন :

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য—তোমাদের মাঝে কার আমল উত্তম।'[৩]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'আমল উত্তম হওয়ার মর্ম হলো, আমল একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হওয়া।' ছাত্ররা জিজ্ঞেস

---

১. সুরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৫।

২. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৩।

৩. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ২।

করেন, 'হে আবু আলি, একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হওয়ার মর্ম কী?' তিনি বললেন, 'আমল যদি একনিষ্ঠ হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ না হয়, সেটি কবুল করা হয় না। আর যদি বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু একনিষ্ঠ না হয়, তবুও কবুল করা হয় না। যতক্ষণ না একইসাথে একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হয়। একনিষ্ঠতা হলো, কাজটি একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। বিশুদ্ধতা হলো, আমলটি সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া।' এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

'সুতরাং যে তাঁর রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেক আমল করে এবং তাঁর রবের ইবাদতে কাউকেই শরিক না করে।'[৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾

'আর যে ইহসানের সাথে নিজেকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠ হয়ে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করে, দ্বীনের বিচারে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে?'[৫]

৪. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১১০।
৫. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১২৫।

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় আমল করে।'[৬]

নিজেকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করার মর্ম হলো, নিয়ত বিশুদ্ধ করা ও কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমল করা।

ইহসানের সাথে আত্মসমর্পণ করার মর্ম হলো, আমলের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহর সুন্নাহর অনুসরণ করা।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি কামনা করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾

'আমি তাদের কৃত আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।'[৭]

এখানে সেই সব আমলের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো সুন্নাহপরিপন্থী হয় এবং গাইরুল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়।[৮]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন :

---

৬. তাফসিরু ইবনি কাসির : ১/৫৬০।
৭. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৩।
৮. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৩ পৃ.।

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি শরিকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করে, আমি সে ও তার আমল দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করি।"'[৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

'যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, সে শিরক করে; যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সওম পালন করে, সে শিরক করে; আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সদাকা করে, সে শিরক করে।'[১০]

সাইয়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব ؓ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ

---

৯. সহিহ মুসলিম : ২৯৮৫।
১০. মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৪০।

هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

'সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই গণ্য হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াবি স্বার্থে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হয়, যে জন্য সে হিজরত করেছে।'[১১]

১১. সহিহুল বুখারি : ১, সুনানু আবি দাউদ : ২২০১।

ইখলাস—অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ আমল

প্রিয় মুসলিম ভাই,

অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইখলাস—যা ইমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও আজিমুশ শান আমল। উপরন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের চেয়ে অন্তরের আমলের গুরুত্ব সাধারণত অধিক হয়ে থাকে।

অন্তরের আমল সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'অন্তরের আমল হলো ইমানের মূল এবং দ্বীনের ভিত্তি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি মহব্বত, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, শিরকমুক্ত ইবাদত, আল্লাহর শোকর, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ফায়সালায় সবর, আল্লাহর প্রতি আশা ইত্যাদির মতো অন্তরের আমলগুলো সকল ইমামদের ঐকমত্যে বান্দার ওপর ফরজ।'[১২]

অন্তরের আমলের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে জনৈক আলিম বলেন, 'আমার মন চায়, যদি কিছু ফকিহ অন্য সব ব্যস্ততা ছেড়ে কেবল লোকদেরকে তাদের আমলের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যসমূহ শিক্ষা দেওয়ার কাজ করতেন এবং লোকদেরকে আমলের নিয়ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বসে যেতেন; কারণ অন্তরের আমলের প্রতি অজ্ঞতার কারণে অনেক মানুষই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়।'

---

১২. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৫/১০।

এমনকি দ্বীনি ইলমের ধারক-বাহকগণ যদি ইলম আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত না করে, তবে তাদের জন্য কঠিন আজাবের হুঁশিয়ারি রয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, এমন ইলম যদি কেউ পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য শিক্ষা করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।'[১৩]

আল্লাহ তাআলা অন্তরের রহস্য ও গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি কারও বাহ্যিক বেশভূষা কিংবা ধন-দৌলতের দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। বরং তিনি দেখেন অন্তরের ইমান, বিশ্বাস ও আমল। সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও অর্থবিত্তের দিকে তাকান না, তিনি দেখেন তোমাদের দিল ও আমল।'[১৪]

---

১৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৬৪।
১৪. সহিহু মুসলিম : ২৫৬৪।

এই বিষয়ে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। এককথায়, দুনিয়ার কোনো অংশ কিংবা পার্থিব কোনো স্বার্থ যদি কোনোভাবে আমলের মধ্যে ঢুকে যায়, তবে সেই আমল তার বিশুদ্ধতা ও নির্মলতা হারায় এবং ইখলাস বরবাদ হয়ে যায়।

মানুষ প্রাচুর্যপ্রত্যাশী এবং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে থাকে। তার আমল ও ইবাদত খুব কমই দুনিয়াবি স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়।[১৫]

---

১৫. আল-ইহইয়া : ৪/৪০০।

রিয়া

রিয়া হলো মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা। রিয়াকারী নিন্দিত ও শাস্তির উপযুক্ত। রিয়ার সাথে যে আমল করা হয়, তাতে কোনো সাওয়াব নেই। নিয়ত বিশুদ্ধ হলেই কেবল সাওয়াব পাওয়া যায়।

হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'রিয়া হলো, প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা। রিয়া ও সুমআহ তথা লৌকিকতা ও খ্যাতিপ্রিয়তার মাঝে পার্থক্য আছে। যেসব আমল দেখা যায়, সেগুলোতে রিয়া হয়। যেমন : সালাত ও সদাকা। আর যেসব আমল শোনা যায়, সেসব আমলে হয় সুমআহ। যেমন : ওয়াজ, জিকির ও তিলাওয়াত। নিজের ইবাদতের কথা মানুষকে বলে বেড়ানোও সুমআহর অন্তর্ভুক্ত।

রিয়া এমন এক সমুদ্র, যার কোনো কূল-কিনারা নেই। খুব কম মানুষই রিয়া থেকে বাঁচতে পারে। যে ব্যক্তি ইলমের মাধ্যমে গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে কিংবা গাইরুল্লাহর জন্য কোনো আমল করে, তার কাছ থেকে প্রতিদান লাভের আশা করে, সে তার নিয়ত ও ইচ্ছায় শিরক করে। আর ইখলাস হলো কথা, কাজ, ইচ্ছা ও নিয়তকে কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য নিবেদিত করা।'[১৬]

---

১৬. হাশিয়াতু কিতাবিত তাওহিদ লিবনি কাসিম : ২৬৪ পৃ.।

প্রতিটি বস্তুর মাঝেই ভিন্ন বস্তুর মিশেল থাকার সম্ভাবনা থাকে। যদি কোনো বস্তু অন্য বস্তুর মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, তবে তাকে বলে খালিস বা খাঁটি। আর কোনো বস্তুকে অবিমিশ্র বা খাঁটি করার প্রক্রিয়াকে বলে ইখলাস।[১৭]

কারও মতে, ইখলাস হলো বান্দার প্রকাশ্য ও গোপন আমল এক বরাবর হওয়া।

রিয়া হলো, কারও বাহ্যিক অবস্থা অভ্যন্তরীণ অবস্থার চেয়ে উত্তম হওয়া।

আর ইখলাসে সততা মানে হলো, কারও অভ্যন্তরীণ অবস্থা তার বাহ্যিক অবস্থার চেয়েও পরিচ্ছন্ন হওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, ইখলাস হলো রবের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের কারণে বান্দার দেখার কথা ভুলে যাওয়া।

যে ব্যক্তি মানুষকে এমন কিছু দেখায় যা তার মধ্যে নেই, সে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়।[১৮]

মানুষ যেসব বিষয় নিয়ে লৌকিকতা করে, সেগুলো পাঁচ প্রকার :

প্রথম প্রকার : দৈহিক লৌকিকতা।

---

১৭. আল-ইহইয়া : ৪/৪০০।

১৮. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৫ পৃ.।

নিজেকে দুর্বল ও শীর্ণকায় হিসেবে জাহির করা, যেন সবাই মনে করে, অত্যধিক ইবাদত, মুজাহাদা, দ্বীনি ফিকির এবং আখিরাতের ভয়ে তার এই অবস্থা হয়েছে। জীর্ণশীর্ণ শরীর দেখে যেন সবাই ভাবে, কম খাওয়ার কারণে তার এই অবস্থা হয়েছে এবং চেহারার হলুদাভ ছাপ দেখে যেন সবাই মনে করে, সে রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করে। উশকোখুশকো চুল রেখে সে বোঝাতে চায়, দ্বীন নিয়ে তার চিন্তাভাবনার অন্ত নেই—মাথায় চিরুনি করার সময়টুকুও সে পায় না। অনুরূপভাবে ক্ষীণ স্বর, কোটরাগত চোখ আর শুষ্ক ঠোঁট দ্বারা সে বোঝাতে চায়, সে নিয়মিত সওম পালন করে—শরিয়াহর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা তার আওয়াজকে ক্ষীণ করে তুলেছে এবং অত্যধিক উপবাসের কারণে তার শক্তি হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার : আকার-আকৃতি ও বেশভূষায় রিয়া।

চুল এলোমেলো রাখা, হাঁটার সময় মাথা নুইয়ে চলা, নড়াচড়ার সময় শান্তভাব বজায় রাখা এবং কপালে সিজদার চিহ্ন ধরে রাখা।

বেশভূষার মাধ্যমে রিয়াকারীরা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত :

কেউ জুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা দেখিয়ে সৎলোকদের চোখে মর্যাদাবান হওয়ার চেষ্টা করে। তারা মোটা, ছেঁড়া, তালিযুক্ত, ময়লা কাপড় পরিধান করে; যাতে মানুষ মনে করে দুনিয়ার প্রতি তাদের কোনো মোহ নেই।

পক্ষান্তরে দুনিয়াদারদের লৌকিকতা হলো, সদর্পে চলা, গর্ব করা, লুঙ্গির এক প্রান্ত উঁচু করে ধরে ছোট ছোট কদমে বাহু দুলিয়ে হাঁটা; যাতে মানুষ তার প্রতিপত্তি ও শান-শওকত বুঝতে পারে।

তৃতীয় প্রকার : কথার রিয়া।

দ্বীনদারদের কথার রিয়া হলো : ওয়াজ, জিকির, হিকমাহর আলোচনা এবং হাদিস ও সালাফের বাণী মুখস্থ করা—যেন আলোচনার সময় সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারে, ইলমের গভীরতা প্রকাশ করতে পারে এবং সালাফের জীবনচরিতের প্রতি নিজেকে মনোযোগী প্রমাণ করতে পারে; মানুষের সামনে ঠোঁট নেড়ে জিকির করা; জনসম্মুখে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, আল্লাহর নাফরমানি দেখে ক্রোধ প্রকাশ করা, মানুষের পাপাচার দেখে আফসোস জাহির করা; কথাবার্তায় কণ্ঠস্বর নিচু রাখা; তিলাওয়াতের সময় আওয়াজকে নরম করা—যাতে কণ্ঠে ভয় ও আতঙ্ক ফুটে ওঠে; হাদিস মুখস্থ করার দাবি করা; খ্যাতিমান শাইখদের সঙ্গে মুলাকাতের দাবি করা; হাদিস বর্ণনাকারীর হাদিসে সূক্ষ্ম শাব্দিক ভুল ধরা—যাতে মানুষ তাকে হাদিসশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ভাবে; হাদিস শোনামাত্র সহিহ কিংবা গাইরে সহিহ বলে দেওয়া—যাতে মানুষ তাকে হাদিস-বিশারদ ভাবে; প্রতিপক্ষকে লা-জবাব করে দেওয়ার জন্য তর্কবিতর্ক করা—যাতে ইলমে দ্বীনে মানুষ

তাকে বিজ্ঞ ভাবে। এভাবে কথায় রিয়ার অনেক প্রকার রয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না।

আর দুনিয়াদারদের কথার রিয়া হলো : কবিতা, প্রবাদ, সাহিত্যপূর্ণ বাক্যমালা, দুর্বোধ্য অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার, মানুষের মন পাওয়ার জন্য কৃত্রিম ভালোবাসা দেখানো ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রকার : আমলের রিয়া।

যেমন : লোক-দেখানোর জন্য দীর্ঘ সময় ধরে পিঠ সটান রেখে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা, দীর্ঘ রুকু ও সিজদা করা, মাথা নিচু রাখা, এদিক-ওদিক না তাকানো, শান্তভাব ও স্থিরতা প্রকাশ করা, হাত-পা বরাবর করে রাখা। অনুরূপভাবে সওম, জিহাদ, সদাকা, লোকদের খাবার খাওয়ানো, সাক্ষাতের সময় বিনয় প্রকাশ করা—যেমন : চোখের পাতা নামিয়ে ফেলা, মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা, আলাপচারিতায় সম্মানবোধ ধরে রাখা; এমনকি কখনো এমন হয় যে, রিয়াকারী দ্রুতপদে কোনো প্রয়োজনে যাচ্ছে আর যখনই কোনো দ্বীনদার ব্যক্তির নজরে পড়েছে, চলার গতি কমিয়ে দিয়েছে এবং পদক্ষেপে গাম্ভীর্য নিয়ে এসেছে এবং মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়েছে—যাতে দ্বীনদার লোকটি তাকে গাম্ভীর্যহীন চঞ্চল লোক মনে না করে; তারপর যখনই তাঁর দৃষ্টির আড়াল হয়েছে আগের মতোই চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে; যখনই দ্বীনদার কারও সামনে পড়ে, রিয়াকারী

ব্যক্তি জিকিরে মনোনিবেশ করে; কিন্তু আল্লাহর স্মরণ তাকে বিনয়াবনত করে না।

পঞ্চম প্রকার : বন্ধুবান্ধব, অতিথি ও সহচরদের নিয়ে রিয়া।

বড় বড় আলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা; যাতে মানুষ বলে, অমুক ব্যক্তি অমুক বড় শাইখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। অনেকে মজলিশে বিখ্যাত শাইখদের গল্প বলে এ কথা বোঝাতে চায় যে, সে অনেক বড় বড় শাইখের সাহচর্য লাভ করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছে; নিজের উসতাজ ও শাইখদের নিয়ে সে রীতিমতো গর্ব করে; বাদানুবাদের সময় তার কথায় রিয়াকারী ফুটে ওঠে। সে অন্যদের বলে, 'তুমি কয়জন শাইখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ? আমি অমুক শাইখের সঙ্গে মুলাকাত করেছি; ইলম অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশে সফর করেছি; অমুক অমুক শাইখের খিদমত করেছি।' এমন আরও অনেক উদাহরণ পেশ করা যায়।

এই পাঁচ ধরনের বিষয়ে লোকেরা রিয়া ও লৌকিকতায় লিপ্ত হয়। সবাই এই রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মনে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে চায়। কোনো কোনো রিয়াকারী কেবল এতটুকুই চায় যে, তার ব্যাপারে লোকেরা ভালো ধারণা রাখুক। কত সাধক বছরের পর বছর আশ্রমের কোণে জীবন পার করে; কত ইবাদতকারী নিভৃতে পর্বতচূড়ায় অবস্থান করে, মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই পাওয়ার জন্যই তারা

এমনটা করে। যদি তারা কখনো জানে, লোকেরা তাদের আশ্রমের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করছে, তাদেরকে কোনো কাজে অপরাধী সাব্যস্ত করছে, তবে তারা অস্থির হয়ে পড়ে—আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের নির্দোষিতা সম্পর্কে জানেন এই বোধটুকু তাদের অন্তরে স্থিরতা আনতে পারে না। বরং বিষয়টি নিয়ে তারা সাংঘাতিক পেরেশান হয়ে পড়ে এবং যেকোনো মূল্যে মানুষের হৃদয় থেকে তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মানসিকতা দূর করতে চায়; অথচ মানুষের সম্পদের প্রতি তাদের মোহ নেই। কিন্তু তারা কেবল খ্যাতি ও মর্যাদার পাগল; কারণ এটি একধরনের উপস্থিত শক্তি ও পূর্ণতা। যদিও খ্যাতি ও মর্যাদা কচুপাতার পানি; মূর্খ ব্যতীত কেউ এসব কসমেটিক জিনিসের পেছনে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তো মূর্খ।

আবার কিছু রিয়াকারী আছে, যারা মানুষের কাছে মর্যাদাবান হয়ে ওঠাকে যথেষ্ট মনে করে না; বরং অন্যদের মুখে নিজের প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য শুনতে চায়।

কেউ চায় দেশ-বিদেশে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক আর লোকজন দলে দলে তাকে দেখতে আসুক।

কেউ নেতা ও ক্ষমতাবানদের কাছে প্রসিদ্ধ হতে চায়; যাতে তার সুপারিশ কবুল করে এবং তার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ হয়—এতে মানুষের মাঝে তার একটি অবস্থান তৈরি হবে।

আবার কেউ এসবের বিনিময়ে তুচ্ছ দুনিয়ার অর্থবিত্ত সঞ্চয় করতে চায়; চাই তা ওয়াকফের সম্পদ হোক বা কোনো এতিমের মাল কিংবা অন্য কোনো হারাম বস্তু। রিয়াকারীদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। তারা উল্লিখিত পন্থাগুলো অবলম্বন করে রিয়ায় লিপ্ত হয়।

এই হলো রিয়া ও রিয়ার নেপথ্য কারণ সম্পর্কে কিছু বাস্তব উদাহরণ।

আল্লাহ তাআলা রিয়াকারীদের সম্পর্কে বলেন :

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ - وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

'দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক-দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।'[১৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

---

১৯. সুরা আল-মাউন, ১০৭ : ৪-৭।

‘হে মুমিনগণ, দানের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ওই ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল কোরো না, যে নিজের ধনসম্পদ লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ইমান আনে না।’[২০]

রিয়া ও লৌকিকতার মৌলিক কারণ তিনটি :

১. মানুষের মুখে প্রশংসা ও তোষামোদ শোনার আকাঙ্ক্ষা।
২. নিন্দা ও সমালোচনার ভয়।
৩. সম্পদ, সম্মান ইত্যাদির লোভ।

এই কারণগুলো মানুষকে রিয়ার পথে পরিচালিত করে। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ রিয়ার ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করেছেন; কারণ রিয়া একটি গোপন অনুভূতি, যা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না, বোঝা যায় না। অনেকে তো রিয়ার ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই রাখে না। সাইয়িদুনা আবু সাইদ খুদরি ؓ বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟»

“আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলব না, যেটিকে আমি তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়ে বেশি মারাত্মক মনে করি।”

---

২০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৬৪।

সাহাবিরা বলেন, "বলুন হে আল্লাহর রাসুল!"

তিনি বললেন :

«الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ»

"গোপন শিরক : কোনো ব্যক্তি সালাত পড়ছে আর মানুষ তাকে দেখছে বলে সে সালাতকে সুন্দর ও পরিপাটিরূপে আদায় করছে।""[২১]

রিয়াকে গোপন শিরক বলার কারণ হলো, এটি অন্তরের আমল—যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কারণ রিয়াকারী বোঝায় সে আল্লাহর জন্য আমল করছে; অথচ সে গাইরুল্লাহর জন্যই করছে কিংবা কাউকে দেখানোর জন্য সালাতকে সুন্দর করে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করছে।

সাইয়িদুনা শাদ্দাদ বিন আওস ﵁ বর্ণনা করেন :

«كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা রিয়াকে ছোট শিরক মনে করতাম।'[২২]

---

২১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২০৪।

২২. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ৭১৬০।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, ছোট শিরক হলো :

- রিয়ায় লিপ্ত হওয়া
- লৌকিকতা করা
- গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া
- 'আল্লাহ ও তুমি যেমন চাও', 'এটি আল্লাহ ও তোমার পক্ষ থেকে', 'আল্লাহ এবং তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই', 'আমি আল্লাহ ও তোমার ওপর ভরসা করছি', যদি আল্লাহ আর তুমি না হতে, তবে আমার এমন হয়ে যেত'—এই ধরনের কথা বলা।

কখনো বক্তার অবস্থা ও উদ্দেশ্যের বিচারে এগুলো বড় শিরকও হয়ে যায়। আমল সহিহ ও মাকবুল হওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।[২৩]

তিনি আরও বলেন, 'সিজদা, ইবাদত, তাওয়াক্কুল, তাওবা, তাকওয়া, ভয়, সন্তুষ্টি, অনুশোচনা, মান্নত, কসম, তাসবিহ, তাকবির, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়া, আলহামদুলিল্লাহ পড়া, ইসতিগফার পড়া, বিনয় ও ইবাদতের নিয়তে মাথা মুণ্ডানো, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, দুআ ইত্যাদি সবগুলোই একমাত্র আল্লাহর হক। অন্য কারও জন্য এসব আমল করার কোনো সুযোগ নেই; চাই তিনি ফেরেশতাই হোন বা নবিই হোন।'[২৪]

---

২৩. হাশিয়াতু কিতাবিত তাওহিদ : ২৬৭ পৃ.।
২৪. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৮০ পৃ.।

এসব আমল যেখানে নবি-রাসুল কিংবা ফেরেশতাদের জন্য করার বৈধতা নেই, সেখানে অন্য কারও জন্য কীভাবে করা যাবে? নেতা, সর্দার কিংবা আত্মীয়-স্বজন কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখানোর জন্য কীভাবে এসব আমল করার কথা ভাবা যাবে?

প্রিয় মুসলিম ভাই,

সাইয়িদুনা আলি বিন আবু তালিব ﵁ রিয়াকারীদের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'রিয়াকারীর আলামত তিনটি :

- একাকী থাকলে আমলে অলসতা করে।
- মানুষের সামনে কাজে উদ্যম প্রকাশ করে।
- প্রশংসা পেলে কাজের গতি বাড়িয়ে দেয় আর নিন্দা করলে কমিয়ে দেয়।

إذا السر والإعلان في المؤمن استوى
فقد عز في الدارين وستوجب الثنا
فإن خالف الإعلان سرا فما له
على سعيه فضل سوى الكد العنا

'মুমিনের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা যখন এক বরাবর হবে, উভয় জগতে সে সম্মানিত এবং প্রশংসার দাবিদার গণ্য হবে। যদি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থার মাঝে মিল না থাকে,

তবে ক্লান্তি ও কষ্ট ব্যতীত সে তার চেষ্টার কোনো ফল পাবে না।'

একবার শাকিক বিন ইবরাহিম ﷺ-কে এক লোক জিজ্ঞেস করে, 'লোকে আমাকে নেককার বলে ডাকে; আমি কীভাবে জানব, আসলে আমি নেককার নাকি বদকার?'

তিনি উত্তর দেন :

'প্রথমত, তোমার গোপন অবস্থা নেককারদের সামনে তুলে ধরো, এতে যদি তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, তবে তুমি আসলেই নেককার মানুষ—অন্যথায় তুমি নেককার নও।

দ্বিতীয়ত, তোমার অন্তরের সামনে দুনিয়া পেশ করো, সে যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তুমি নেককার—অন্যথায় তুমি নেককার নও।

তৃতীয়ত, তোমার অন্তরের সামনে মৃত্যু পেশ করো, সে যদি মৃত্যু কামনা করে, তাহলে তুমি নেককার—অন্যথায় তুমি নেককার নও।

এই তিনটি গুণ যদি তোমার মাঝে সন্নিবেশিত থাকে, তবে তুমি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করো; যাতে রিয়ার কারণে তোমার আমল বরবাদ না হয়ে যায়।'[২৫]

---

২৫. তাম্বিহুল গাফিলিন : ১/২৪।

মজলিশগুলোতে আজকাল আত্মপ্রশংসার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। লোকেরা গর্ব ও অহংকার ভরে নিজেদের কীর্তিগুলো অন্যদের সামনে তুলে ধরছে। ধরুন, কেউ একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। তাকে দেখবেন, কীভাবে সে মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল; কাজের মাঝখানে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কীভাবে সে সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে কাজটি সফলভাবে সমাপ্ত করেছে—এসব কাহিনি বিস্তারিত মানুষকে বলে বেড়াচ্ছে। কিংবা কোনো দানশীল ব্যক্তিকে দেখবেন, সে কীভাবে নিজ হাতে এতিমদের দান করে, গরিবদের সাহায্য করার জন্য প্রচণ্ড রোদে বহু দূরের গ্রামে সে কীভাবে কষ্ট করে সফর করে—এসব গল্প মানুষকে শোনাচ্ছে। আবার কোনো দায়িকে দেখবেন, সে কীভাবে দাওয়াহ ইলাল্লাহর মহান খিদমত আঞ্জাম দেয়, কত দ্বীনি কিতাব বিলি করে—এসব কারগুজারি অন্যদের বলছে।

এভাবে জবান মানুষের জন্য অনেক বড় মুসিবত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দ্বীনি খিদমতে যারা নিয়োজিত আছেন, তারা অনেক সময় ভাব দেখান—দ্বীনের খিদমত করতে গিয়ে তারা মহাক্লান্ত, তাদের হাতে সময়ের বড়ই অভাব, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের চাপে তারা বেসামাল, দ্বীনের চিন্তায় তাদের রাতে ঘুম হয় না।

সুবহানাল্লাহ!

কত মূর্খ তারা!

সাফল্য ও কল্যাণের পথে অনেক দূর তারা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তাদের অজান্তেই শয়তান তাদের কামিয়াবির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনৈক আলিম বলেন, বান্দার বিপদ হলো আত্মতুষ্টি। যে ব্যক্তি নিজের কোনো আমলকে উত্তম মনে করল, সে আমলটিকে ধ্বংস করে দিল। যে ব্যক্তি সব সময় আত্মসমালোচনা করে না, সে আত্মপ্রবঞ্চিত।'[২৬]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আত্মতুষ্টি ও আত্মমুগ্ধতা অপেক্ষা অধিক আমল বিনষ্টকারী আর কিছু নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা এবং ইখলাসের চেয়ে আমলকে বিশুদ্ধকারী আর কিছু নেই।[২৭]

প্রিয় ভাই,

ইখলাস ও সুন্নাহবিবর্জিত আমলকারী সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে বালি দিয়ে তার থলে পূর্ণ করে—অর্থহীন একটি বোঝা সে বয়ে বেড়ায়, যেটি তার কোনো কাজে আসে না।[২৮]

ইখলাসের সাথে অল্প আমল করলেও বিশাল বরকত ও সাওয়াব পাওয়া যায়।

---

২৬. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৯ পৃ.।
২৭. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৪ পৃ.।
২৮. আল-মাজমুআতুস সাদিয়া : ২/২৬২।

আস-সারি আস-সাকাতি ﷺ বলেন, 'নির্জনে ইখলাসের সাথে দুই রাকআত সালাত পড়া উন্নত সনদে সত্তর কিংবা সাতশটি হাদিস লেখার চেয়ে উত্তম।'

জনৈক আলিম বলেন, 'অল্প সময়ের ইখলাসে অনন্ত জীবনের মুক্তির পয়গাম। কিন্তু ইখলাস বড়ই কঠিন বস্তু।'

বলা হয়ে থাকে, ইলম হলো বীজ, আমল হলো ফসল আর ইখলাস হলো পানি।[২৯]

পরিপূর্ণ ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার আশ্চর্য সুফল আমরা দেখতে পাই সালাফের জীবনে। আল্লাহ তাআলা তাদের সবার প্রতি রহম করুন।

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন, 'কোনো বান্দা যদি চল্লিশ দিন ইখলাস অবলম্বন করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার অন্তরে হিকমাহ ও প্রজ্ঞা উৎপন্ন করেন, তার জবানেও হিকমাহ দান করবেন এবং তাকে দুনিয়ার যাবতীয় দোষত্রুটি এবং দুনিয়ার রোগ ও ওষুধ দেখিয়ে দেন।'[৩০]

তবে এই সুফল সে কেবল তখনই পাবে, যখন সে কেবল আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ইখলাস অবলম্বন করে। কারণ যদি হিকমাহ ইত্যাদি অর্জনের জন্য ইখলাস অবলম্বন করে, তবে তো তার উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। যে আল্লাহকে

---

২৯. আল-ইহইয়া : ৪/৩৯৯।
৩০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/২৮৭।

চায়, সে আল্লাহকে পায়। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু পেতে চায়, তার ইখলাস বরবাদ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি দিনের পর দিন মাসের পর মাস ইখলাস অর্জন করার সাধনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন, তার ইলমকে উপকারী বানান এবং তার আমল কবুল করেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'আল্লাহর আদেশ দুই প্রকার :

১. অন্তরের আমল তথা ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর বিধান পালন করা।

২. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল তথা ওয়াজিব, মুসতাহাব ইত্যাদির মতো শরয়ি বিধানসমূহ।

অনেক মানুষ গাইরুল্লাহর ইবাদত করে। অনেক মানুষ এমন বিদআত তথা মনগড়া ইবাদত করে, ইসলামি শরিয়াহর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার অনেক মানুষ ইবাদতে না ইখলাস অবলম্বন করে, না শরয়ি নির্দেশনার তোয়াক্কা করে। এই পথভ্রষ্ট বিদআতিরা শরিয়াহ-পরিপন্থী নতুন বিধান রচনা করে।

হামদুন কাসসার ﵀-কে একবার প্রশ্ন করা হয়, 'আমাদের কথার চেয়ে সালাফের কথা বেশি উপকারী এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী হওয়ার কারণ কী?'

তিনি উত্তর দেন, 'কারণ তাঁরা কথা বলতেন দ্বীনের স্বার্থে, আখিরাতে নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে আর আমরা কথা বলি নিজেদের স্বার্থে, পার্থিব সুবিধা হাসিলের লক্ষ্যে এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য।'[৩১]

আমাদের সালাফগণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সঙ্গে মুলাকাতের জন্য প্রস্তুতি নিতেন; আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতেন; দ্বীনের কল্যাণে কাজ করতেন। ফলে তাদের মাধ্যমে মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে এবং তারাও মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। সময়ের পথপরিক্রমায় কল্যাণের এই ধারা ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসতে থাকে। আজ আমাদের সেই মহান সালাফের নজির দেখা যায় না বললেই চলে, তাদের মতো মানুষ আজ বড়ই বিরল। কুপ্রবৃত্তি, নফসে আম্মারা ও শয়তান মানুষকে গোমরাহির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শয়তান প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির বাজার খুলে বসেছে—হেন কোনো ফাঁদ নেই যে, সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য পাতছে না।

হুসাইন বিন জিয়াদ ﵀ বলেন, 'শয়তান কোনো মানুষকে গোমরাহ করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালায়। সে তার সর্বশেষ সুযোগ ও কৌশলটি পর্যন্ত কাজে লাগায়। সে মানুষকে তার উত্তম আমলের কথা অন্যদেরকে বলে বেড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। ধরুন, কেউ বেশি বেশি তাওয়াফ

৩১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১২২।

করে। সে মানুষকে বলে, "আহ! গত রাতের তাওয়াফটি কত প্রশান্তিদায়ক ছিল!" সে রোজাদার হলে বলে, "গতকাল সাহরি খেতে উঠতে অনেক কষ্ট হয়েছে। আজ পিপাসায় খুব কষ্ট হয়েছে।" (এভাবে শয়তান তাকে রিয়ায় লিপ্ত করে।) ধরুন, আপনি ওয়ায়িজ কিংবা কারি, আর আপনি বেশ চারুবাক মানুষ—চমৎকার কথা বলেন আপনি। মজলিশে মানুষ আপনার কথা শুনে বলে, "কী অসাধারণ তোমার বাকভঙ্গি! কত সুন্দর তোমার কণ্ঠস্বর!" তাদের প্রশংসা শুনে আপনি মনে মনে আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। কিংবা ধরুন, আপনি বাকপটু নন। মজলিশে মানুষ আপনার ব্যাপারে বলে, "সে ভালো কথা বলতে পারে না; তার কণ্ঠস্বর ভালো নয়।" এমন মন্তব্য শুনে আপনি মনে কষ্ট পান এবং ভেঙে পড়েন। এভাবে আপনি রিয়াকারী হয়ে পড়েন। কথা বলার সময় আপনি যখন কারও প্রশংসা কিংবা নিন্দার পরোয়া করেন না, তখনই আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কথা বলেন।'[৩২]

আপনি আপনার নিয়তকে বিশুদ্ধ করুন এবং খাঁটি মনে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। কারণ এতেই রয়েছে উভয় জাহানের সাফল্য ও কামিয়াবি।

জনৈক সালাফ একবার তার ছাত্রকে বলেন, 'শয়তান যখন তোমাকে গুনাহের প্ররোচনা দেবে, তখন তুমি কী করবে?'

---

৩২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৯১।

- আমি তাকে প্রতিহত করব।
- সে যদি পুনরায় কুমন্ত্রণা দেয়?
- আমি পুনরায় প্রতিহত করব।
- সে যদি আবার আক্রমণ করে?
- আমি আবার প্রতিহত করব।
- কিন্তু এভাবে তো শয়তান ও তোমার লড়াই অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকবে! ধরো, তুমি কোনো ছাগলপালের কাছ দিয়ে যাচ্ছ আর ছাগলপালের পাহারায় নিয়োজিত কুকুর তোমার ওপর আক্রমণ করেছে; তখন তুমি কী করবে?
- আমি তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করব।
- এ ক্ষেত্রেও কুকুর ও তোমার লড়াই দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকবে। তুমি বরং ছাগলপালের মালিকের কাছে সাহায্য চাও, সে কুকুরের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবে।'[৩৩]

---

৩৩. তালবিসু ইবলিস : ৩৭ পৃ.।

আত্মতুষ্টি

প্রিয় ভাই,

শয়তানের আরেকটি প্রবেশদ্বার হলো আত্মতুষ্টি। এটি হলো অহংকারের প্রথম ধাপ। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

আত্মতুষ্টি হলো নিয়ামতকে বড় করে দেখা এবং নিয়ামত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং নিয়ামতদাতার কথা ভুলে যাওয়া।

আত্মতুষ্টির প্রকারভেদ

অনেক মানুষ নিজের সুস্থতা, দেহসৌষ্ঠব ও সুন্দর আকৃতি নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভোগে। তাদের জেনে রাখা উচিত, কীটপতঙ্গও তো এই নিয়ামত পেয়ে থাকে। আর দুনিয়ার সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

একবার সুলাইমান ﷺ বলেন, 'আজ আমি আমার একশ স্ত্রীর সঙ্গে রাতযাপন করব। তাদের প্রত্যেকেই একজন করে বাহাদুরের জন্ম দেবে—যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।' কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। ফলে তাঁর কেবল একজন অর্ধাঙ্গ সন্তানই জন্ম নেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

‘সেই মহান সত্তার শপথ—যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তিনি যদি “ইনশাআল্লাহ” বলতেন, তবে তাঁর সকল সন্তান (জন্ম নিত এবং) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।’[৩৪]

অনেক মানুষ নিজের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে। দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে পারে বলে নিজেকে অনেক জ্ঞানী ভাবে। তাই তারা বেশ একগুঁয়ে আচরণ করে। নিজেদের মনমতো সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদের মূর্খ মনে করে। কারও মতামত শুনতে চায় না। এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ যদি মাথায় কোনো রোগ দিয়ে তাদের আকল-বুদ্ধি উড়িয়ে দেন, তবে তাদের অবস্থাটা কী হবে!

তাই হে প্রিয় ভাই, সর্বদা আল্লাহর হামদ আদায় করুন, তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায় করুন।

অনেক লোক নিজেদের বংশ নিয়ে গৌরব করে। তারা মনে করে, আখিরাতে তারা অবশ্যই নাজাত পাবে। কারণ তাদের বাপদাদারা নেককার লোক ছিলেন। এসব গাফিলদের জানা উচিত, যে ব্যক্তিকে তার আমল পেছনে ফেলে দিয়েছে, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমা رضي الله عنها-কে বলেন :

---

৩৪. সহিহুল বুখারি : ২৮১৯।

وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا

'হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, আমার সম্পদের যতটুকু ইচ্ছা তুমি আমার কাছে চাও; কিন্তু (আখিরাতে) আল্লাহর সামনে আমি তোমার কোনো কাজে আসব না।'[৩৫]

অনেক লোক সন্তানসন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের আধিক্য নিয়ে বড়াই করে। তাদের জন্য কুরআনের এই আয়াতই যথেষ্ট :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

'সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে এবং তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকেরই এমন কঠিন অবস্থা হবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।'[৩৬]

সে লোকগুলোকে নিয়ে তোমার কীসের এত গৌরব, যারা তোমার সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে তোমার পাশে থাকবে না। তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

---

৩৫. সহিহুল বুখারি : ২৭৫৩।

৩৬. সুরা আবাসা, ৮০ : ৩৪-৩৭।

অনেক লোক আছে নিজেদের ধন-দৌলত নিয়ে গর্ব করে। তারা যেন কুরআনের এই আয়াতটি নিয়ে ভাবে :

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

'হে মানুষ, তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ— তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।'[৩৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»

'একবার জনৈক অহংকারী লোক তার লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলছিল। তাকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হয়। সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে নিচের দিকে যেতেই থাকবে।'[৩৮]

অনেক লোক নিজেদের ইবাদত নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভোগে। জাহালত ও মূর্খতার কারণেই তারা এমনটা করে থাকে। কারণ তারা তো জানে না, তাদের ইবাদত কবুল হয়েছে কি না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'ইসলামের মূল হলো ইখলাস। কারণ ইসলাম মানে হলো একমাত্র

---

৩৭. সুরা ফাতির, ৩৫ : ১৫।
৩৮. সহিহুল বুখারি : ৩৪৮৫।

আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ; যেমনটি আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾

'আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন : একজন লোকের মালিক ঝগড়াটে কয়েকজন অংশীদার, আরেক লোক শুধু এক ব্যক্তির মালিকানাধীন—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান?'[৩৯]

যে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি, সে অহংকার করেছে; আর যে আল্লাহ এবং গাইরুল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেছে, সে শিরক করেছে। অহংকার ও শিরক দুটোই ইসলামের বিপরীত। আর ইসলাম শিরক ও অহংকারের বিপরীত।[৪০]

মাসরুক ﷺ বলেন, 'মানুষ জ্ঞানী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে এবং মানুষ মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের আমল নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে।'

শুরু থেকে শেষ সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের। তিনি আমাদেরকে ইসলামের মহান নিয়ামত দান করেছেন,

---

৩৯. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ২৯।
৪০. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/১৪।

হিদায়াত ও তাওফিকের নিয়ামত দান করেছেন, আমাদের জন্য নেক আমল করা সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদেরকে নেক আমল করার তাওফিক যেমন দিয়েছেন, তেমনই আমাদের অন্তরে ইখলাসও যেন দান করেন—আমাদের গুনাহ, অবহেলা ও দুর্বলতাগুলোকে যেন ক্ষমা করেন। তিনি তো মহান দাতা।

﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

'নিজেদের ইসলাম গ্রহণ করাকে তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে। আপনি তাদের বলে দিন, "তোমাদের ইসলামকে তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ মনে করো না। বরং তোমাদেরকে ইমানের পথ দেখিয়েই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন—যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"'[৪১]

সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তোমার তাওবার বিশুদ্ধতা হলো, তুমি তোমার গুনাহগুলো সম্পর্কে অবগত থাকবে; তোমার আমলের বিশুদ্ধতা হলো, তুমি আত্মতুষ্টি পরিত্যাগ করবে; আর তোমার শোকরের বিশুদ্ধতা হলো, তুমি তোমার কমতিগুলো জানবে।

৪১. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৭।

সালাফের দ্বীনের ফিকহ ও বুঝ দেখুন! আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অধিকার, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের গভীরতা দেখুন!

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রাতভর সালাত পড়ে সকালে আত্মতুষ্টিতে ভোগার চেয়ে রাতভর ঘুমিয়ে সকালে লজ্জিত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[৪২]

এক ব্যক্তি আয়িশা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কখন বুঝতে পারব যে, আমি নেককার?' তিনি বলেন, 'যখন তুমি নিজেকে গুনাহগার বলে জানবে।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কখন নিজেকে গুনাহগার বলে জানব?' তিনি উত্তর দেন, 'যখন তুমি নিজেকে নেককার ভাবতে পারবে।'

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'মানুষ যখন নেতৃত্ব লাভ করে, তাদের চরিত্র বদলে যায়। তারা অহংকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অল্পতেই ক্রোধ জাহির করে। নেতৃত্ব লাভের আগে তাকে যে চরিত্রে দেখেছ, নেতৃত্ব লাভের পর তাকে তুমি সেই চরিত্রে পেতে চাওয়া ভুল হবে।

সালাফের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় কতটা প্রবল ছিল দেখুন! ইবনে আবি মুলাইকা ﷺ বলেন, 'আমি ৩০ জনেরও অধিক সাহাবি দেখেছি, যাঁরা নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন।'[৪৩]

---

৪২. আস-সিয়ার : ৪/১০৯।
৪৩. তাম্বিহুল গাফিলিন : ২৫২।

সাহল বিন আব্দুল্লাহ رحمه الله বলেন, 'বুদ্ধিমানরা ইখলাসের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে ভেবেছেন; তারা কেবল এতটুকুই পেয়েছেন, ইখলাস হলো, বান্দার প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা—তার চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা, কাজকর্ম ইত্যাদি সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হওয়া—সেখানে প্রবৃত্তি, নফস ও দুনিয়ার কোনো মিশেল না থাকা।'

আত্মতুষ্টি বান্দার আমল বিনষ্টকারী এক বড় মুসিবত—যেটি বান্দাকে ধ্বংস করে। আলিমরা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির পানে এগিয়ে যায়, তখন এই আত্মতুষ্টিই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ নিজের সদাকা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে, কেউ সালাত নিয়ে, আবার কেউ দুআ নিয়ে।

আত্মতুষ্টি ইখলাসের পরিপন্থী, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও বিনয়াবনত হওয়ার বিপরীত। এটি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একপ্রকার বেয়াদবি। আত্মতুষ্টি মানুষকে আত্মসমালোচনা থেকে বিরত রাখে। সে নিজের নফসের রোগব্যাধি ও দোষত্রুটি আর দেখতে পায় না।

আবু লাইস সমরকন্দি رحمه الله বলেন, 'যে নিজের আত্মতুষ্টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চায়, সে যেন এ চারটি কাজ করে :

১. এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাওফিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যার মনে এই বিশ্বাস থাকবে, সে আল্লাহর শোকরগুজার হবে—নিজেকে নিয়ে আত্মতুষ্ট হবে না।

২. আল্লাহ তাআলা তাকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো দেখা। যখন সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের দিকে তাকাবে, সে তাঁর শোকর আদায়ে মশগুল হবে। তার আমলে পূর্ণতা আসবে। সে আত্মতৃপ্তিতে ভুগবে না।

৩. তার আমল কবুল হবে না এই আশঙ্কায় থাকা। যখন সে কবুল না হওয়ার আশঙ্কা করতে থাকবে, তার মনে আত্মতুষ্টি আসবে না।

৪. অতীতের পাপগুলোর দিকে তাকানো। যদি সে এই ভয়ে থাকে তার পাপকাজ নেককাজের চেয়ে বেশি, তার আত্মতুষ্টি কমে যাবে। মানুষ কীভাবে নিজের আমল নিয়ে তৃপ্ত থাকে? অথচ সে জানে না কিয়ামতের দিন তার আমলনামা হতে কী ফলাফল বের হবে। আমলনামা পড়ার পরেই তো কেবল তার আনন্দ প্রকাশ পেতে পারে।'[৪৪]

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷀ বলেন, 'নিজের কাছে এমন কিছু আছে, যা অন্যের কাছে নেই—এমনটি ভাবাই হলো আত্মতুষ্টি।'

ইবলিসের অহংকারের মূলে ছিল এই আত্মতুষ্টি। আল্লাহ তাআলা আদম ﷵ-কে সিজদা করার ব্যাপারে তার আপত্তি বর্ণনা করেছেন :

---

৪৪. তাম্বিহুল গাফিলিন : ২৫২।

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

'সে (ইবলিস) বলল, "আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।"'[৪৫]

আত্মতুষ্টির কারণে শয়তান ভেবেছিল, আগুন মাটির চেয়ে উত্তম। এই আত্মতুষ্টি চিরদিনের জন্য তার ধ্বংসের কারণ হয়। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

কারুন নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগেছিল। সে বলেছিল :

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾

'আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমার মাধ্যমে লাভ করেছি।'[৪৬]

আল্লাহ তাআলা তাকে জমিনে ধসিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন, 'অধিকাংশ মানুষ রিয়া আর আত্মতুষ্টির মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। রিয়া মাখলুককে শরিক করার পর্যায়ে পড়ে আর আত্মতুষ্টি নিজের নফসকে শরিক করার পর্যায়ে পড়ে। অহংকারীরাই

---

৪৫. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১২।
৪৬. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭৮।

আত্মতুষ্টিতে ভোগে থাকে। তাই রিয়াকারী (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) "আমি কেবল আপনারই ইবাদত করি" আয়াতটি বাস্তবায়ন করে না আর আত্মতুষ্টিতে ভোগা ব্যক্তি (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) "আমি কেবল আপনার কাছেই সাহায্য চাই" আয়াতটি অনুযায়ী আমল করে না। যে ব্যক্তি (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)-এর দাবি বাস্তবায়ন করে, সে রিয়া থেকে মুক্ত থাকে আর যে ব্যক্তি (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)-এর দাবি বাস্তবায়ন করে, সে আত্মতুষ্টি থেকে মুক্ত থাকে।'[৪৭]

হারিস আল-মুহাসিবি ﷺ বলেন, 'আত্মতুষ্টির কুফল অনেক : আত্মতুষ্টি মানুষকে তার গুনাহের ব্যাপারে অসচেতন করে তোলে। সে ভুলে যায়, যেসব পাপের কথা সে জানে না, সেগুলোর সংখ্যা আরও বেশি। যেসব গুনাহের কথা তার মনে পড়ে, সেগুলোকে সে ছোট মনে করে। সে নিজের ভুল ও অন্যায় কথাবার্তা দেখে না। ফলে সে মানুষের সামনে গর্ব ও অহংকার করে বেড়ায়। সে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সম্পর্কে প্রতারিত হয়। সে এমন ভাব করে, ইলম ও আমলের মাধ্যমে সে যেন আল্লাহর ওপর অনুগ্রহ করছে। এভাবে সে আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের ওপর ছেড়ে দেন। সে ভাবে সে বড়ই নেককার লোক; অথচ আল্লাহর কাছে সে জালিম ও ফাসিক।'[৪৮]

---

৪৭. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/২৭৭।
৪৮. আর-রিআয়াহ লিল মুহাসিবি : ৩৩৭ পৃ.।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'আত্মতুষ্টি দূর করার পদ্ধতি হলো, এই বিশ্বাস রাখা যে, ইলম মহান আল্লাহর বিশেষ দান এবং অনুগ্রহ। যেটুকু ইলম তিনি দান করেছেন এবং যেটুকু তিনি দান করবেন, সবগুলোর মালিক তিনিই। সবকিছুর জন্য তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন। তাই এমন কোনো বস্তুর জন্য বান্দার আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয়, যেটি সে নিজে সৃষ্টি করেনি এবং এর মালিকও সে নয়। তা ছাড়া এর স্থায়িত্বের ব্যাপারেও কোনো নিশ্চয়তা নেই।'[৪৯]

প্রিয় মুসলিম ভাই,

তুমি যতই আমল করো, আল্লাহর কাছে তা খুবই স্বল্প। যদিও তোমার তা পাহাড়সম মনে হয়। সুতরাং তুমি অন্তরে ভয় ও আশা দুটো রাখো।

ইবনে আওন ﷺ বলেন, 'অধিক আমলের ওপর ভরসা কোরো না; কেননা তুমি তো জানো না, তোমার আমল কবুল করা হবে কি না। গুনাহর ব্যাপারে নির্ভয় হোয়ো না; কেননা তুমি জানো না, তোমার পাপ ক্ষমা করা হবে কি না। তোমার সব আমলই তোমার দৃষ্টির আড়ালে।'[৫০]

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'আমলের পরিণাম বান্দা থেকে গোপন রাখার মাঝে রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী হিকমত ও সূক্ষ্ম

---

৪৯. আল-মাজমু : ১/৫৫।

৫০. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২১১ পৃ.।

পরিকল্পনা। কারণ সে যদি জানতে পারে, সে মুক্তিপ্রাপ্ত, তাহলে সে আত্মতুষ্ট হবে এবং অলসতা করবে। আর যদি জানতে পারে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহলে অন্যায় কাজ আরও বেশি করবে। তখন মুক্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে।'[৫১]

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'আয়িশা ﷺ একবার দেখেন, এক লোক মরার মতো পড়ে আছে। তিনি বললেন, "এ লোকটির কী হলো?" লোকেরা বলল, "সে বড়ই নেককার লোক। (অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে।)" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা তার মতো আর কাউকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে না রাখুন। উমর ﷺ তার চেয়ে বেশি নেককার ছিলেন। তিনি চলার সময় জোরে হাঁটতেন, অপরাধীদের সজোরে প্রহার করতেন, কাউকে খাওয়ালে পেটপুরে খাওয়াতেন। তাই তোমরা ভণিতা ছেড়ে দাও। কারণ আল্লাহ ভণিতাকারীদের আমল কবুল করেন না।"'

জনৈক নেককার বলতেন, 'উত্তম জুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা হলো, দুনিয়াবিমুখতা গোপন রাখা। যে ব্যক্তি মানুষের সামনে এমন গুণ জাহির করে, যা আসলে তার মাঝে নেই, সে লাঞ্ছিত হয়।'

রিয়ার ব্যাধি কেবল দুনিয়ার জীবনে নয়, মৃত্যুর পরও অনেককে এই ব্যাধি ছাড়ে না।

---

৫১. ফাতহুল বারি : ১১/৩৩০।

বিশর বিন হারিস ﷺ বলেন, 'অনেক মানুষ মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়েও রিয়া করে। সে চায়, তার জানাজায় যেন বহু মানুষের সমাগম হয়।'[৫২]

অনেক জালিম তো চায়, মৃত্যুর পর যেন তার পূজা করা হয়। তাই শেষ জীবনে সে তার কবরের ওপর তড়িঘড়ি করে গম্বুজ নির্মাণ করে, কবরকে নকশা ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করে; অথচ ইসলামি শরিয়াহ এরূপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

সাহল বিন আব্দুল্লাহ বড় সুন্দর বলেছেন, 'প্রবৃত্তির জন্য ইখলাসের চেয়ে অধিক কঠিন কিছু নেই। কারণ ইখলাসে প্রবৃত্তির কোনো অংশ নেই।'[৫৩]

প্রিয় ভাই,

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ-এর মুক্তোসদৃশ বাণীগুলোর একটি শোনো। রিয়াকারীর কামনাবাসনার অসারতা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করা অসম্ভব এবং এটি কখনো কারও লক্ষ্যও হতে পারে না। আর মানুষকে সন্তুষ্ট করার সামর্থ্যই বা কার আছে? কুরআন-সুন্নাহ কি মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে বলে? বরং কুরআন তো বলে :

---

৫২. আস-সিয়ার : ১০/৪৭৩।

৫৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২১।

﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

“আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।”[৫৪]

অন্য আয়াতে এসেছে :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

“আপনি চাইলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবে না।”[৫৫]

তাই আল্লাহর বান্দারা অমুক-তমুকের সন্তুষ্টির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পরাক্রমশালী রবের দিকে অগ্রসর হয় এবং আসমান ও জমিনের মালিকের কাছে আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তাআলা যদি তোমার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তুমি কল্যাণের ওপর আছ এবং কল্যাণের পথেই আছ।’

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, ‘তুমি তাদের দেখানোর জন্য রোজা রেখেছ; কিন্তু তারা তোমার দিকে মাথা তুলে তাকায়ওনি। তুমি তাদের দেখানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছ; কিন্তু তারা তোমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। এভাবে তুমি একের পর এক আমল করেছ। এসব আসলে তুমি দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসার কারণে করেছ।’

---

৫৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১১৬।
৫৫. সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩।

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'তাদের কেউ যদি কুরআন মুখস্থ করত, তার প্রতিবেশী এ সম্পর্কে একটুও জানত না। যদি কেউ অনেক ফিকহ অর্জন করত, আশেপাশের কেউ এ সম্পর্কেও কিছুই জানত না। যদি কেউ দীর্ঘ নামাজ আদায় করত, ঘরে থাকা মেহমানও তা বুঝতে পারত না। আমরা এমন এক জাতির সান্নিধ্য পেয়েছি, যারা ভূপৃষ্ঠে যত প্রকার আমল থাকতে পারে, সবই গোপনে আদায় করতে সক্ষম ছিলেন। পরে চিরতরে প্রকাশ্য হয়ে যেত। তারা প্রাণখুলে দুআ করতেন। কিন্তু কখনো তাদের আওয়াজ শোনা যেত না। তারা আপন রবের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতেন। কারণ কুরআনে এসেছে :

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

"তোমরা আপন রবকে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং সঙ্গোপনে।"'[৫৬]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাঁর এক নেককার বান্দার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার কথাকে পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন :

﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾

'যখন সে তার রবকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে।'[৫৭]

---

৫৬. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৫৫।
৫৭. সুরা মারইয়াম, ১৯ : ৩।

ইয়াকুব ﷺ বলেন, 'মুখলিস তো সে-ই, যে নিজের নেক আমলগুলো গোপন রাখে, যেমন গোপন রাখে মন্দ আমলগুলো।'[৫৮]

যে বান্দা ইখলাসের সঙ্গে আমল করেছে, খাঁটি দিলে আল্লাহর দিকে রুজু হয়েছে এবং দুনিয়াকে পেছনে ছুড়ে ফেলে আখিরাতমুখী হয়েছে, তার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ দেখো—

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'বান্দা যখন আমলে ইখলাস অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষভাবে বেছে নেন; তার হৃদয়কে জীবিত করে দেন এবং তাকে নিজের কাছে টেনে নেন; ফলে তার অন্তর থেকে অশ্লীলতা ও অকল্যাণ দূর হয়ে যায়; তাই সে অন্যায় করতে ভয় পায়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আমলে ইখলাস অবলম্বন করে না, সে দুনিয়াবি কামনাবাসনায় ফেঁসে যায়, প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে দৌড়ায়। ইখলাসহীন ব্যক্তি গাছের সেই ডালের মতো, হালকা বাতাসেই যেটি আন্দোলিত হয়। কখনো নাজায়িজ ও জায়িজ দৃশ্য তাকে আকৃষ্ট করে; ফলে সে এমন লোকের গোলামে পরিণত হয়, সে নিজেই যদি সেই লোকটিকে গোলাম বানাত, তবুও তা তার লাঞ্ছনার কারণ হতো। কখনো সম্মান ও নেতৃত্ব তাকে আকৃষ্ট করে; ফলে মানুষের প্রশংসা তাকে সন্তুষ্ট করে এবং নিন্দা তাকে

---

৫৮. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১৭ পৃ.।

রাগান্বিত করে। অর্থবিত্ত ইত্যাদির মতো তুচ্ছ বস্তু তাকে গোলাম বানিয়ে নেয়।'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার এক অপরিবর্তনীয় বিধান হলো, তিনি মানুষের অন্তরে মুখলিসের প্রতি ভয়, নুর ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তার ইখলাস, নিয়ত ও আল্লাহর সাথে তার আচরণ অনুযায়ী মানুষের অন্তরকে তার প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন। আর মিথ্যার চাদরাবৃত রিয়াকারীকে মানুষের অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও ক্রোধের পাত্র বানিয়ে দেন। বস্তুত সে এসবেরই হকদার।'

সুতরাং মুখলিসের জন্য রয়েছে ভয় ও ভালোবাসা। আর রিয়াকারীর জন্য অবজ্ঞা ও ক্রোধ। ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। এই শর্ত পূরণ না হলে বান্দার আমল ইবাদত বলে গণ্য হয় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

'তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।'[৫৯]

---

৫৯. সুরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৫।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও অর্থবিত্তের দিকে তাকান না, তিনি দেখেন তোমাদের দিল ও আমল।'[৬০]

বেশির ভাগ সময় নিয়ত নষ্ট হয় সংশয় ও ভুলের কারণে। কারণ সন্দেহ যখন বেড়ে যায়, তখন মানুষ লক্ষ্যচ্যুত হয়। অনুরূপভাবে অন্তরে যখন প্রবৃত্তির লালসা বেড়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে বাসা বাঁধে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

'যারা দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য চায়, আমি সেখানে তাদের কাজের পুরোপুরি ফল দিয়ে থাকি, সেখানে তাদেরকে কোনো কিছু কম দেওয়া হয় না। এরাই হলো সেসব লোক, পরকালে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। এখানে তারা যা কিছু করেছে, তা নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।'[৬১]

---

৬০. সহিহু মুসলিম : ২৫৬৪।

৬১. সুরা হুদ, ১১ : ১৫-১৬।

যারা জানমাল কিংবা ইজ্জতের ভয়ে শাসককে জাকাত দেয় কিংবা সালাত আদায় করে, তাদেরকে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ মুনাফিক ও রিয়াকার বলে আখ্যা দেন। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মতে এবং অধিকাংশ আলিমের মতে কেউ যদি এসবের ভয়ে ইবাদত করে, তাদের ফরজ আদায় হবে না।'

প্রিয় ভাই,

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিজেকে নেক আমলে অভ্যস্ত করো। রিয়া ও লৌকিকতা পরিত্যাগ করো। হাসান ﷺ বলেন, 'অনেক মানুষের সামনে ইবাদত করেও যার মনে রিয়া আসেনি, তাকে আল্লাহ রহম করুন। হে আদম-সন্তান, তুমি মরবে একা; কবরে যাবে একা; কবর থেকে উঠবে একা এবং হিসেবের সম্মুখীন হবে একা।'

প্রিয় ভাই,

সৌভাগ্য ও কল্যাণের নিদর্শন হলো, বান্দার যখন ইলম বৃদ্ধি পায়, তার বিনয় ও দয়া বৃদ্ধি পায়। যখন তার আমল বৃদ্ধি পায়, তার ভীতি ও শঙ্কা বৃদ্ধি পায়। যখন তার বয়স বৃদ্ধি পায়, তার লোভ-লালসা কমে যায়। যখন তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তার দানশীলতা ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যখন তার মর্যাদা ও গৌরব বেড়ে যায়, মানুষের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা

বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে বেড়ে যায় মানুষের অভাবপূরণ ও বিনম্র আচরণের মানসিকতাও।[৬২]

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'সিজদা অহংকার দূর করে। তাওহিদ দূর করে লৌকিকতা।'[৬৩]

জনৈক আলিম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন কারও ওপর রাগান্বিত হন, তাকে তিনটি বস্তু দান করেন এবং তিনটি বস্তু থেকে বঞ্চিত করেন :

১. তাকে নেককারদের সুহবত দান করেন; কিন্তু আমল কবুল করা থেকে বঞ্চিত করেন।

২. আমল করার তাওফিক দেন; কিন্তু ইখলাস থেকে বঞ্চিত করেন।

৩. তাকে হিকমাহ দান করেন; কিন্তু হিকমাহর বিশুদ্ধতা থেকে বঞ্চিত করেন।'[৬৪]

মানুষের সামনে বড়াই করার জন্য খ্যাতির পেছনে ছোটা ইখলাস-পরিপন্থী। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ খ্যাতিমান হয়ে যায়, তবে তা তার জন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাকে সাধনা করতে হবে।

---

৬২. আল-ফাওয়ায়িদ : ২০১ পৃ.।

৬৩. আত-তাওয়াদুউ ওয়াল খুমুল : ২১০ পৃ.।

৬৪. আল-ইহইয়া : ৪/৩৯৯।
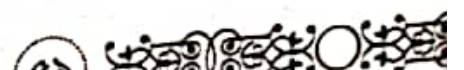
ইবরাহিম বিন আদহাম ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি খ্যাতি ভালোবাসে, সে খাঁটি দিলে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেনি।'[৬৫]

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'মুমিন সাধারণত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই আমল করে। কিন্তু কখনো আমলে গোপনে রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে তার নিয়ত এলোমেলো হয়ে যায়। আর রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন।'

ইয়াসার ﷺ বর্ণনা করেন, 'আমাকে ইউসুফ বিন আসবাত ﷺ বলেন, 'বিশুদ্ধ আমল ও অবিশুদ্ধ আমল চিহ্নিত করতে শেখো। আমি বাইশ বছরে এটি শিখেছি।'

ইবরাহিম আল-হানজালি ﷺ বলেন, 'আমি বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদকে বলতে শুনেছি, "ইবরাহিম বিন আদহাম বলেন, "আমি একজন রাহিবের কাছ থেকে মারিফাত শিখেছি। তার নাম ছিল সামআন। একবার আমি তার গির্জায় যাই। তাকে বলি, "সামআন, আপনি এই গির্জায় কত দিন ধরে আছেন?" তিনি উত্তর দেন, "সত্তর বছর ধরে।" আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কী খান?" তিনি আমাকে উল্টো প্রশ্ন করেন, "হে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী, আপনি কেন আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?" আমি বলি, "আমি এটা জানতে চাই।" তিনি বলেন, "রোজ কিছু ছোলা খাই।" আমি জানতে চাই, "এই সামান্য ছোলা

৬৫. আস-সিয়ার : ৩/৩৯৩।

খেয়ে আপনি কীভাবে থাকেন?” তিনি বলেন, “তোমার সোজা সামনে কী আছে দেখছ?” আমি বলি, “হাঁ।” তিনি বলেন, “তারা প্রতি বছর একবার আমার কাছে আসে। এসে আমার গির্জা সাজিয়ে দিয়ে যায় এবং চারপাশে তাওয়াফ করে। এভাবে তারা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করে। যখনই ইবাদতে আমার অলসতা চলে আসে আমি সেই সময়টির কথা স্মরণ করি। আমি এক ঘণ্টার সম্মান লাভের জন্য এক বছরের কষ্ট সহ্য করি। হে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী, তুমি চিরস্থায়ী সম্মানের জন্য এক ঘণ্টার কষ্ট সহ্য করো।” তার কথা শুনে আমার হৃদয়ে আল্লাহর মারিফাত সৃষ্টি হয়। তারপর তিনি বলেন, “আরও কিছু বলব তোমাকে?” আমি বলি, “হাঁ, বলুন।” তিনি বলেন, “গির্জা থেকে নেমে যাও।” আমি নেমে গেলে তিনি আমাকে একটি চামড়ার থলে পাঠান। সেখানে বিশটি ছোলা ছিল। তারপর তিনি বলেন, “তুমি আশ্রমে প্রবেশ করো। আমি তোমাকে কী পাঠিয়েছি লোকেরা দেখেছে।” আমি আশ্রমে ঢুকলে খ্রিষ্টানরা আমাকে ঘিরে ধরে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, “শাইখ তোমার কাছে কী পাঠিয়েছেন?” আমি বলি, “তিনি তার সামান্য খাদ্য পাঠিয়েছেন।” তারা আমাকে বলে, “হে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী, এগুলো দিয়ে তুমি কী করবে? আমরাই তো এর বেশি হকদার। এগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও।” আমি বলি, “বিশ দিনার লাগবে।” তারা বিশ দিনার দিয়ে থলেটি নিয়ে নেয়। তারপর আমি পুনরায় রাহিবের কাছে যাই। তিনি

আমাকে বলেন, "তুমি ভুল করেছ। থলেটির বিনিময়ে যদি তুমি বিশ হাজার দিনারও চাইতে, তারা তোমাকে দিত। যে আল্লাহর ইবাদত করে না, সে যদি এত সম্মান পায়; ভেবে দেখো, যে তাঁর ইবাদত করে, তার সম্মান কেমন হবে? হে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী, তুমি তোমার রবের পানে অগ্রসর হও।'"[৬৬]

প্রিয় মুসলিম ভাই,

আগুন ও পানি যেমন এক জায়গায় থাকতে পারে না, তেমনই যে অন্তরে খ্যাতি ও প্রশংসার লোভ থাকে, অর্থবিত্তের লালসা থাকে, সেখানে ইখলাস থাকতে পারে না। তুমি যদি ইখলাস অর্জন করতে চাও, তবে লোভ-লালসাকে নৈরাশ্যের ছুরি দিয়ে জবাই করে ফেলো; প্রশংসা ও তোষামোদ থেকে দূরে থাকো—যেভাবে দুনিয়াপাগল আখিরাত থেকে দূরে থাকে। তুমি যদি লোভকে জবাই করতে পারো এবং প্রশংসা শোনা পরিত্যাগ করতে পারো, তবে ইখলাস অর্জন করা তোমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির ﷺ বলেন, 'তোমরা নিয়তকে বিশুদ্ধ করতে শেখো, কারণ নিয়ত আমলের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'[৬৭]

---

৬৬. তালবিসু ইবলিস : ১৫৩ পৃ.।
৬৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৩০৭।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, 'আমল ছাড়া কেবল নিয়ত করলেও সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু নিয়তবিহীন আমলে সাওয়াব পাওয়া যায় না। কেউ যদি কোনো নেক আমলের নিয়ত করে এবং সাধ্যমতো আমল করে; কিন্তু সেটি পূর্ণ করতে না পারে; তবুও সে পূর্ণ আমলকারীর সাওয়াব পাবে।'

দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায় আবার কখনো জাহালতের কারণে মানুষ নিয়ত করতে ভুলে যায়। এভাবে মানুষ অনেক সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

স্মর্তব্য যে, ইখলাস যে ইবাদতেই পাওয়া যাক, সেটি খালিস আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে ধরা হবে। আল্লাহ তাআলা মুখলিসদেরকে অনেক বড় প্রতিদান দিয়ে থাকেন; যদিও তার আমল কম হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন :

وَالنَّوْعُ الْوَاحِدُ مِنَ الْعَمَلِ قَدْ يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى وَجْهٍ يَكْمُلُ فِيهِ إِخْلَاصُهُ وَعُبُودِيَّتُهُ لِلَّهِ، فَيَغْفِرُ [اللَّهُ] لَهُ بِهِ كَبَائِرَ. كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِمَا [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ] عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ. فَيُقَالُ: هَلْ

تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ. فَتَخْرُجُ لَهُ بِطَاقَةٌ قَدْرَ الْكَفِّ، فِيهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَقُولُ: أَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَتُوضَعُ [هَذِهِ] الْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، وَالسِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، فَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ»

'একটি আমল যখন কোনো মানুষ এমনভাবে করে যে, তাতে ইখলাস ও আল্লাহর দাসত্ব পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা অনেক কবিরা গুনাহও মাফ করে দেন—যেমনটি তিরমিজি[৬৮] ও ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে এসেছে, সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ গোটা সৃষ্টিজগতের সামনে জনৈক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে উপস্থিত করবেন। তারপর তার আমলের নিরানব্বইটি নথি[৬৯] খুলবেন। প্রতিটি নথি দৈর্ঘ্যে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "এখান থেকে কোনো একটি গুনাহ কি তুমি অস্বীকার করবে? আমার হিসাবরক্ষক ফেরেশতারা কি তোমার ওপর কোনো অবিচার করেছে?" সে বলবে, "না, হে আমার রব!" আল্লাহ বলবেন, "তোমার কি কোনো কৈফিয়ত আছে?" সে বলবে, "না, হে আমার প্রতিপালক!"

---

৬৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৩৯।
৬৯. রেকর্ড বই।

আল্লাহ বলবেন, "তবে আমার কাছে তোমার একটি নেকি আছে—আজ তোমার ওপর অবিচার করা হবে না।" অতঃপর তিনি একটি চিরকুট বের করবেন, যাতে লেখা থাকবে : (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)। তারপর আল্লাহ বলবেন, "এবার তোমার ওজন দেখো।" সে বলবে, "(গুনাহে ভরা) এতগুলো নথিপত্রের বিপরীতে এই সামান্য চিরকুটে কী হবে?" আল্লাহ বলবেন, "তোমার ওপর জুলুম করা হবে না।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তারপর এক পাল্লায় গুনাহের নথিপত্র এবং অপর পাল্লায় চিরকুটটি রাখা হবে—নথিগুলো হালকা এবং চিরকুটটি ভারী প্রমাণিত হবে। বস্তুত, আল্লাহর নামের চেয়ে কোনো কিছু ভারী হতে পারে না।'"[৭০]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ এই হাদিসও উল্লেখ করেন :

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ

'একটি কুকুর পানিভর্তি এক কূপের চারপাশে ঘুরছিল, তৃষ্ণায় কুকুরটি প্রায় মারা যাচ্ছিল; এ অবস্থায় এক বেশ্যা নারী সেটাকে দেখতে পায়। সে তখন নিজ পায়ের মোজা খুলে কুকুরের জন্য তাতে পানি নেয় এবং

৭০. মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/২১৮।

কুকুরটিকে পান করায়। এই আমলের বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[৭১]

তারপর বলেন :

فَهَذِهِ سَقَتِ الْكَلْبَ بِإِيمَانٍ خَالِصٍ كَانَ فِي قَلْبِهَا فَغُفِرَ لَهَا، وَإِلَّا فَلَيْسَ كُلُّ بَغِيٍّ سَقَتْ كَلْبًا يُغْفَرْ لَهَا. وَكَذَلِكَ هَذَا الَّذِي نَحَّى غُصْنَ الشَّوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَعَلَهُ إِذْ ذَاكَ بِإِيمَانٍ خَالِصٍ، [وَإِخْلَاصٍ] قَائِمٍ بِقَلْبِهِ ، فَغُفِرَ لَهُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ

'এই বেশ্যা মহিলাটি অন্তরে বিশুদ্ধ ইমান নিয়ে কুকুরকে পানি পান করিয়েছে বলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নয়তো কুকুরকে পানি পান করালেই সব বেশ্যাকে ক্ষমা করা হবে এমন নয়। অতএব আমলসমূহের সাওয়াব অন্তরের ইমান ও ইখলাসের পরিমাণ অনুসারে বৃদ্ধি পায়।'[৭২]

বিপরীতে আমরা দেখতে পাই, ইখলাস ছাড়া ইবাদত করলে এর কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না। বরং ইখলাসবিহীন আমলকারীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির হুমকি; যদিও সে আমল কল্যাণকর্মে ব্যয়, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং ইলম শেখার মতো মহান আমল হয়।

---

৭১. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬৭, সহিহু মুসলিম : ২২৪৫।
৭২. মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/২২১।

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহিদকে বিচারের জন্য হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে দেওয়া নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে সব নিয়ামত

চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "এর বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ?" সে বলবে, "আমি তোমার পথে যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহিদ হয়েছি।" আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ জন্য যুদ্ধ করেছিলে; যাতে লোকেরা তোমাকে বাহাদুর বলে। আর দুনিয়াতে তোমাকে বাহাদুর বলা হয়েছে।" এরপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে দুনিয়াতে ইলম আহরণ করেছে এবং বিতরণ করেছে আর কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে দেওয়া নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে সব নিয়ামত চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "এর বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ?" সে বলবে, "আমি ইলম আহরণ করেছি এবং তা বিতরণ করেছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেছি।" আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ জন্য ইলম শিখেছিলে; যাতে লোকেরা তোমাকে আলিম বলে। আর এ জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে; যাতে লোকেরা তোমাকে কারি বলে। তা তো দুনিয়াতে বলা হয়েছে।" এরপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সচ্ছলতা ও সর্বপ্রকার বিত্ত-বৈভব দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কথা বলবেন। সে সব নিয়ামত চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "এর বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ?" সে বলবে, "তুমি যত খাতে দান করা পছন্দ করো সব খাতে আমি দান করেছি। একটি খাতও বাকি রাখিনি।" আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এ জন্য দান করেছিলে; যাতে লোকেরা তোমাকে দানবীর বলে। আর তা তো দুনিয়াতে বলা হয়েছে।" এরপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[৭৩]

রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুহাম্মাদ বিন আসলাম ﵀ বলেন, 'যদি কাঁধের দুই ফেরেশতার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে ইবাদত করার সামর্থ্য আমার থাকত, তবে রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আমি তা-ই করতাম।'[৭৪]

অন্তরের আমলের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'অন্তরের আমলই হলো মূল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল হলো তার অনুগামী শাখা-প্রশাখা ও পূর্ণাঙ্গ রূপ। নিয়ত হলো রুহের মতো। আমল হলো

---

৭৩. সহিহ মুসলিম : ১৯০৫।
৭৪. আস-সিয়ার : ১২/২০০।

দেহের মতো। আর রুহ ছাড়া দেহ মৃত। তাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের আহকামের চেয়ে অন্তরের আমলের আহকাম সম্পর্কে জানা বেশি জরুরি।'[৭৫]

তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি শরিয়াহর উৎস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, সে অনুধাবন করতে পারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলগুলোর সঙ্গে অন্তরের আমলের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বান্দার ওপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের চেয়ে অন্তরের আমল বেশি ফরজ। অন্তরের আমল ছাড়া কি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করা যায়? অন্তরের দাসত্ব বাহ্যিক দাসত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দাসত্ব সব সময় ওয়াজিব।'[৭৬]

ইখলাসের উপকারিতা বলতে গিয়ে আবু সুলাইমান দারানি ﵀ বলেন, 'বান্দা যখন ইখলাস অবলম্বন করে, তার ওয়াসওয়াসা ও রিয়ার সমস্যা কমে যায়।'

মুওয়াররিক আল-ইজলি ﵀ বলেন, 'তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে অন্যরা আমাকে চিনে ফেলুক, এটি আমি পছন্দ করি না।'

প্রিয় ভাই, সালাফের আদর্শ থেকে আমরা কত দূরে!

---

৭৫. বাদাইউল ফাওয়ায়িদ : ৩/২২৪।
৭৬. বাদাইউল ফাওয়ায়িদ : ৩/৩৩০।

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইস্পাহানি ﷺ নির্দিষ্ট কোনো রুটিওয়ালার কাছ থেকে রুটি কিনতেন না। একেকবার একেকজনের কাছ থেকে কিনতেন। তিনি বলতেন, 'হতে পারে তারা আমাকে চিনে ফেলবে এবং আমার পক্ষপাতিত্ব করবে। ফলে আমি ধর্ম নিয়ে আয়েশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

একবার হামজা জাইয়াত ﷺ একজন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কাছে পানি চাইলেন। তাকে বললেন, 'তুমি কি আমার কিরাআতের দরসে বসো?' সে বলল, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'তোমার পানির দরকার নেই আমার।'

আব্দুল্লাহ বিন মুহাইরিজ ﷺ কাপড় কিনতে একটি দোকানে গেলেন। এক লোক দোকানদারকে বলল, 'ইনি আব্দুল্লাহ বিন মুহাইরিজ। আপনি তার সাথে সুন্দরভাবে লেনদেন করুন।' আব্দুল্লাহ বিন মুহাইরিজ রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, 'আমরা টাকা দিয়ে পণ্য কিনি; দ্বীন দিয়ে কিনি না।'[৭৭]

আফসোস! আজকাল দ্বীন বেচে পণ্য কেনার লোকই বেশি।

প্রিয় মুসলিম ভাই,

বছর হচ্ছে একটি বৃক্ষের মতো। মাসগুলো তার শাখা। দিনগুলো তার প্রশাখা। ঘণ্টাসমূহ তার পাতাসদৃশ। শ্বাস-

---

৭৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২০৬।

প্রশ্বাস তার ফলমূল। সুতরাং যার শ্বাস-প্রশ্বাস ইবাদতে কাটবে, তার হায়াত যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ। আর যার শ্বাস-প্রশ্বাস গুনাহে কাটবে, তার হায়াত হবে তিক্ত ফলের বৃক্ষের মতো। ফল কাটার মৌসুম হচ্ছে কিয়ামত। সেদিন বোঝা যাবে কার ফল কেমন ছিল।

ইখলাস ও তাওহিদ হচ্ছে অন্তরের গাছ। আমল তার শাখা-প্রশাখা। তার ফল হচ্ছে দুনিয়ায় পরিচ্ছন্ন জীবন এবং আখিরাতে সুখময় জিন্দেগি। আখিরাতে জান্নাতের ফল যেমন অনিঃশেষ ও অবারিত, দুনিয়াতে তাওহিদ ও ইখলাসের ফলও তেমনই।[৭৮]

মালিক বিন দিনার ﵀ বলেন, 'আমল কবুল না হওয়ার ভয় আমল করার চেয়ে বেশি কষ্টকর।'[৭৯]

তিনি সত্যই বলেছেন, কারণ অধিকাংশ লোককে দেখা যায় তাদের কাছে ইবাদত এমন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা অবলীলায় তা আদায় করে যায়—যাতে না কোনো প্রাণ আছে, না কোনো মনোযোগ আছে।

আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবু তালিব ﵁ একটি পূর্ণাঙ্গ নসিহত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমলের চেয়ে আমল কবুল হওয়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দাও। কারণ যে আমলে

---

৭৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ২১৪ পৃ.।

৭৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩৭৭।

তাকওয়া থাকে, তা কখনো কমে না। তাহলে যে আমল কবুল হবে, তা কীভাবে কমবে?'[৮০]

আমাদের সালাফগণ আমলকে রিয়ামুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাই তারা সব সময় আমল গোপন রাখতেন—এমনকি একেবারে কাছের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রকাশ করতেন না।

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ বলেন, 'সালাফের কেউ যদি বিশ বছর কেঁদে কেঁদে পার করতেন এবং তার স্ত্রী তার সাথে থাকত; তবুও সে এ ব্যাপারে জানত না।'[৮১]

জনৈক আলিম বলেন, 'ইখলাস হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এক গোপন রহস্য, যা কোনো ফেরেশতাও জানেন না যে, তিনি লিখবেন কিংবা কোনো শয়তানও জানে না যে, সে তা নষ্ট করবে অথবা প্রবৃত্তিও জানে না যে, তাকে বিভ্রান্ত করবে।'[৮২]

ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ ﵀ তার যুগের জনৈক শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথা বর্ণনা করেন। লোকজন তার সাক্ষাতে যেত। তিনি তাদের নসিহত করতেন। একদিন লোকেরা তার দরবারে সমবেত হলো। তিনি তাদের নসিহত করলেন, 'আমরা

৮০. তারিখুল খুলাফা : ১৭০ পৃ.।
৮১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৬৯।
৮২. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৫ পৃ.।

আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়া ছেড়েছি, ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে দূরে ঠেলেছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, আমরা সম্পদওয়ালাদের চেয়েও বেশি গোমরাহিতে লিপ্ত হচ্ছি। কারণ আমরা দ্বীনের বিনিময়ে উপকার পেতে চাচ্ছি। আমরা যখন কোনো কিছু কিনতে যাই, তখন মনে মনে কামনা করি আমাদের দ্বীনদারির দিকে তাকিয়ে যেন আমাদের কাছ থেকে কম মূল্য ধরা হয়; কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমরা চাই দ্বীনদারির কারণে সে যেন আমাদের সালাম ও সম্মান করে।' এই নসিহতটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি বাদশাহর কানে গিয়েও পৌঁছল। তিনি খুব অবাক হলেন এবং তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যখন বাদশাহকে দেখলেন, লোকেরা তাকে বলল, 'ওই যে বাদশাহ আপনাকে সালাম করতে এসেছেন।' তিনি জানতে চাইলেন, 'বাদশাহ কেন দেখা করতে এসেছে?' লোকেরা বলল, 'আপনার অমুক নসিহত শুনে মুগ্ধ হয়ে এসেছে।' তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে কোনো খাবার আছে?' সে বলল, 'গাছের কিছু ফল আছে, যেগুলো দিয়ে আপনি ইফতার করেন।' তিনি সেগুলো নিয়ে আসতে বললেন। ফলগুলো এনে তার সামনে রাখা হলো। তিনি সেখান থেকে খেতে লাগলেন। তিনি টানা রোজা রাখতেন। বিষয়টি বাদশাহ জানতেন। বাদশাহ তাকে সালাম দিলেন। তিনি ছোট্ট করে জবাব দিলেন। তখন বাদশাহ বললেন, 'লোকটি কোথায়?' তাকে বলা হলো, 'ইনিই সেই লোক।'

বাদশাহ বললেন, 'যিনি খাচ্ছেন তিনি?' তারা বলল, 'হ্যাঁ!' তিনি বললেন, 'এর কাছে কোনো কল্যাণ নেই।' তিনি ফিরে গেলেন। বাদশাহ চলে গেলে তিনি বললেন, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি তোমাকে আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন।'

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যদি কারও মাত্র একটি আমল কবুল করেন, তবে তাকে জান্নাত দান করবেন।' লোকেরা প্রশ্ন করে, 'হে আবু সাদ, বান্দাদের এতগুলো নেক আমল কোথায় যাবে?' তিনি উত্তর দেন, 'আল্লাহ তাআলা কেবল বিশুদ্ধ ও পবিত্র আমল কবুল করেন, যাতে রিয়া ও আত্মতুষ্টি থাকে না। অতএব যার একটি মাত্র নেক আমল রিয়া ও আত্মতুষ্টি থেকে পবিত্র হবে, সে কামিয়াব হবে।'[৮৩]

একবার ইবনে উমর ﵄-এর কাছে একজন ভিক্ষুক এলো। তিনি ছেলেকে বললেন, 'তাকে এক দিনার দান করো।' ভিক্ষুক চলে গেলে ছেলে বলল, 'বাবা, আল্লাহ তাআলা আপনার সদাকা কবুল করুন।' তখন ইবনে উমর ﵄ বললেন, 'যদি আমি জানতাম, আল্লাহ তাআলা আমার একটি সিজদা বা এক দিরহাম সদাকা কবুল করেছেন, তাহলে মৃত্যু আমার কাছে অনেক প্রিয় হতো। বেটা, জানো, কার আমল কবুল করা হয়? কেবল মুত্তাকিদের আমলই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন।'

---

৮৩. আজ-জুহদ, হাসান বসরি : ১৬০ পৃ.।

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর জন্য খালিসভাবে আমল করে এমন লোকের সংখ্যা কতই না কম! কারণ অধিকাংশ লোকেই তো নিজেদের আমল মানুষের সামনে প্রকাশ করতে পছন্দ করে। মাখলুকের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা, খ্যাতির লালসা পরিত্যাগ, ইখলাস অবলম্বন, নিজের অবস্থা গোপন রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর বান্দারা উচ্চ মর্যাদা হাসিল করেছেন।

আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ কখনো কখনো খালি পায়ে হাঁটতেন আর জুতোজোড়া হাতে বহন করতেন। কোনো কিছু হারিয়ে গেলে নিজেই খুঁজতে বের হতেন। বিশর হাফি ﷺ সর্বদা খালি পায়ে হাঁটতেন। মারুফ কারখি ﷺ খেজুরের বিচি কুড়াতেন। আজ সবখানেই নেতৃত্বের লালসা। মানুষ যখন নেতৃত্ব পেয়ে যায়, তখন তার গাফিলতি, লৌকিকতা এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। সে তখন পুরো দুনিয়াবাসীর সর্দার হতে চায়।

আমি মানুষের মাঝে এক আশ্চর্য বিষয় দেখেছি—এমনকি আলিমদের মাঝেও। তারা আমাকে একা হাঁটতে দেখলে অপছন্দ করে, আর যদি আমি ফকিরের মতো স্বল্প মূল্যের পোশাকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তারা এটিকে অনেক বড় দোষ মনে করে। আমি বলি, "কী আশ্চর্য! এটিই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের সুন্নাহ। মানুষ মর্যাদাবান হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর

কাছে নিজেদের মর্যাদা হারিয়েছ; তাই তিনি তোমাদেরকে মানুষের চোখে ছোট করে দিয়েছেন।"'

আমার ভাইয়েরা, তাই তোমরা নিয়ত সংশোধন করার প্রতি মনোযোগী হও। মাখলুককে দেখানোর জন্য আমলকে পরিপাটি কোরো না। ইখলাসকে আঁকড়ে ধরো। এর মাধ্যমেই সালাফরা মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন এবং সৌভাগ্যবান হয়েছেন।

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেওয়া রিয়া। মানুষের কারণে আমল করা শিরক। ইখলাস হলো এই দুটি থেকে বেঁচে থাকা।'[৮৪]

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বড়-ছোট আমলের ব্যাপারে বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে—আমলকে সে ইখলাসের দ্বারা সজ্জিত করেছে নাকি রিয়ার মাধ্যমে কলুষিত করেছে; সে সঠিক পদ্ধতিতে আমল করেছে নাকি ভুল পদ্ধতিতে।

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে; এমনকি মুচকি হাসির ব্যাপারেও—অমুক অমুক দিন তুমি কেন হেসেছ?'[৮৫]

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন, 'জনৈক আলিম বলেন, "৩০ বছর ধরে আমি দুটি বিষয়ে সাধনা করছি : আমার

---

৮৪. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৫ পৃ.।
৮৫. আল-ওয়ারা, আহমাদ বিন হাম্বল : ১৯৩ পৃ.।

সাথে অন্যদের যে স্বার্থ আছে, সেগুলোর লালসা পরিত্যাগ এবং আল্লাহ তাআলার জন্য আমলকে খালিস করা।'[৮৬]

জনৈক সালাফ বলেন, 'একবার আমি সমুদ্রে জিহাদ করছিলাম। এক ব্যক্তি একটি থলে বিক্রি করার প্রস্তাব করল। আমি ভাবলাম, থলেটি আমি কিনে নিই; যুদ্ধকালীন সেটি আমি নিজে ব্যবহার করব আর যখন অমুক শহরে যাব, সেটি বিক্রি করে আমি লাভবান হব। যে-ই ভাবা সে-ই কাজ। আমি থলেটি কিনে নিলাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আসমান থেকে দুজন লোক এসেছে। তাদের একজন অপরজনকে বলল, "তুমি মুজাহিদদের নামগুলো বলো—আমি লিখে ফেলি।" প্রথমজন বলতে লাগল, "অমুক জিহাদের নামে ভ্রমণে বেরিয়েছে; অমুক লোক-দেখানোর জন্য বেরিয়েছে, অমুক ব্যবসার জন্য বেরিয়েছে, অমুক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বেরিয়েছে।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আমার নাম নিয়ে বলল, "অমুক ব্যবসার জন্য বেরিয়েছে।" আমি বললাম, "আমার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আমি ব্যবসা করতে বের হইনি। তা ছাড়া আমার সাথে ব্যবসার পণ্যও নেই। আমি কেবল জিহাদের জন্যই বেরিয়েছি।" সে বলল, "শাইখ, গতকাল আপনি একটি থলে কিনেছেন, যেটি বিক্রি করে আপনি লাভবান হতে চান।" তার কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। তাদের অনুরোধ করি, দয়া করে আমার নাম ব্যবসায়ী

---

৮৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/২৭১।

হিসেবে লিখো না। সে তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কী বলো?" সে বলল, "তুমি লিখো, অমুক মুজাহিদ হিসেবেই বের হয়েছে; তবে পথিমধ্যে সে একটি থলে কিনেছে সেটি বিক্রি করে লাভবান হওয়ার জন্য—যাতে আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।"'

প্রিয় ভাই,

হাসান বসরি ﵀-এর কথাটি একটু ভেবে দেখো। তিনি বলেন, 'কোথাও দৃষ্টি ফেলার পূর্বে, কোনো কথা বলার পূর্বে, কোথাও হাত বাড়ানোর পূর্বে কিংবা কোথাও পা ফেলার পূর্বে আমি প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিই আমার কাজটিতে সাওয়াব হচ্ছে নাকি গুনাহ হচ্ছে। যদি কাজটি সাওয়াবের হয়, আমি সামনে অগ্রসর হই; অন্যথায় আমি বিরত থাকি।'

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কেবল সেই আমলই কবুল করেন, যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়; যেমনটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি শরিকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করে, আমি সে ও তার আমল দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করি।"'[৮৭]

সহিহ হাদিসে সে তিন ব্যক্তির হাদিসও বর্ণিত হয়েছে, যাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে : রিয়াকার কারি, রিয়াকার সদাকাকারী এবং রিয়াকার মুজাহিদ। ইখলাস ছাড়া আল্লাহ তাআলা কোনো আমল কবুল করেন না। এই ইখলাসের শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালের সকল নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং সকল আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, ইখলাসই সকল নবির দাওয়াহর সারাংশ এবং এটি কুরআনের মূল কেন্দ্রবিন্দু, যাকে ঘিরে কুরআনের আলোচনা আবর্তিত হয়েছে।[৮৮]

এক ব্যক্তি উবাদা বিন সামিত ﷺ-কে বলে, 'আমি তরবারি দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করি। এর মাধ্যমে আমি আল্লাহকে সন্তুষ্টও করতে চাই, মানুষের প্রশংসাও পেতে চাই।' তিনি উত্তর দেন, 'তুমি কোনো সাওয়াব পাবে না।' লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার করে। তিনি প্রতিবার উত্তর দেন, 'তুমি কোনো সাওয়াব পাবে না।' তৃতীয়বার তিনি এই হাদিসটি বলেন :

---

৮৭. সহিহু মুসলিম : ২৯৮৫।
৮৮. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/৪৮।

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি শরিকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করে, আমি সে ও তার আমল দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করি।"'[৮৯]

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সময় ইবনুল মুবারক ﵀ মুখোশ পরে চেহারা ঢেকে রাখতেন। এ কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ বলেন, 'গোপন আমলের কারণেই আল্লাহ তাআলা ইবনুল মুবারকের মর্যাদা এত বৃদ্ধি করেছেন।'[৯০]

আওন বিন আব্দুল্লাহ ﵀ দান-সদাকাকারীদের উপদেশ দেন, 'কোনো দরিদ্রকে তুমি কিছু দান করলে সে যদি বলে, "আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন"—তবে তুমিও তা বোলো। এতে তোমার সদাকা বিনিময়হীন থেকে যাবে।'[৯১]

তার এ কথার উদ্দেশ্য হলো, সদাকা যেন হয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে। তাতে অন্তরের চাহিদার কোনো স্থান যেন না থাকে। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

---

৮৯. সহিহু মুসলিম : ২৯৮৫।
৯০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৪৬।
৯১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২৫৩।

হুসাইন বিন জিয়াদ ﷺ যেন আমাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা, অবহেলা ও দীর্ঘসূত্রতা পর্যবেক্ষণ করে আমাদেরই কাউকে সম্বোধন করেছেন, 'জান্নাতে তুমি নবি ও সিদ্দিকগণের সঙ্গে থাকতে চাও; নুহ, ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে দাঁড়াতে চাও হাশরের ময়দানে; কিন্তু এ জন্য কী আমল করেছ? আল্লাহর জন্য কোন কামনা থেকে বিরত থেকেছ? কাছের কাউকে আল্লাহর ভালোবাসায় দূরে ঠেলে দিয়েছ বা দূরের কাউকে কাছে টেনে নিয়েছ?'

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ বলেন, 'গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃত আমল কয়েক প্রকার : মুনাফিকদের মতো কখনো সেই আমল হয়ে থাকে শুধুই লোক-দেখানো।' আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করছে; আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রতারণার প্রতিদান দেবেন। আর তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।'[৯২]

---

৯২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪২।

ফরজ সালাত ও সওমে এমন নির্জলা লৌকিকতা কোনো মুমিনের কাছ থেকে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। হজ, সদাকা ইত্যাদি দৃশ্যমান বা পরোপকারধর্মী আমলে কখনো কখনো প্রকাশ পায়। কারণ এসব আমলে ইখলাস বজায় রাখা কষ্টকর। কারও সন্দেহ নেই যে, এই প্রকারটি আমল-বিনষ্টকারী। উপরন্তু আমলকারী আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হয়।

আর কখনো আমল আল্লাহর জন্যই করা হয়, তবে তাতে রিয়ার সংমিশ্রণ ঘটে। যদি শুরু থেকেই রিয়া মিশে থাকে, তাহলে কুরআন ও হাদিসের সহিহ বক্তব্যের আলোকে এটিও আমলের সাওয়াব নষ্ট করে। আর যদি আমল মূলত আল্লাহর জন্য করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে অন্তরে লৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে, সে ক্ষেত্রে মনে এই চিন্তা উদিত হওয়ার পরই যদি তা ঝেঁটিয়ে দূর করে, তাহলে উলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে আমলের কোনো ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে যদি এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহলে কি আমল বাতিল হবে, না মূল নিয়তের ভিত্তিতে সাওয়াব পাবে—এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ﷺ-এর মতে আমল বিনষ্ট হবে না, প্রথম নিয়তের ভিত্তিতে সাওয়াব পাবে।

এই ধারণা যেন কেউ না করে যে, শুধুই আমলের সাওয়াব নষ্ট হবে; লাভ-ক্ষতি কিছুই হবে না তার। ইবনে রজব ﷺ বলেন, 'সে শাস্তি ও নিন্দার উপযুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহয়

বর্ণিত হয়েছে, তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। এটা তাকে সাবধান করা হয়েছে।'

আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেউ নিষ্ঠার সাথে আমল করে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে তার প্রশংসা ও সুধারণা ঢেলে দেন, সেও আল্লাহর এই দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে খুশি ও প্রফুল্ল হয়—তবে তা আমলের ক্ষতি করবে না। আবু জার ﵁ বর্ণনা করেন, 'রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো সে ব্যক্তি সম্পর্কে, মানুষেরা কোনো পুণ্যকর্মের কারণে যার প্রশংসা করে।' রাসুল ﷺ উত্তরে বলেন :

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

'এটা মুমিনের জন্য নগদ সুখবর।'[৯৩]

আবু হুরাইরা ﵁-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, নামাজরত অবস্থায় কেউ আমার ঘরে প্রবেশ করলে আমি আনন্দবোধ করি।' রাসুল ﷺ বলেন :

يَرْحَمُكَ اللهُ، لَكَ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ

'আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন; তুমি দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে—গোপন করার সাওয়াব ও প্রকাশিত হওয়ার সাওয়াব।'

৯৩. সহিহু মুসলিম : ২৬৪২।

কারণ তিনি কাউকে দেখানোর ইচ্ছায় আমল শুরু করেননি, কেউ দেখতে পারে এটি তার অন্তরেও আসেনি।[৯৪]

রিয়ার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার

পাঠক ভাইদের উদ্দেশে রিয়ার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার তুলে ধরছি, যাতে অধিকাংশ মানুষ প্রকাশ্যেই লিপ্ত। সূক্ষ্ম প্রকারগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম প্রকার :

ইমাম গাজালি ﵀ 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন' গ্রন্থে এ প্রকারটি উল্লেখ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ্য রিয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'এর চেয়েও সূক্ষ্মতর রিয়া হচ্ছে, আমলকারী গোপনে ইবাদত করে। জানানোর ইচ্ছা তার থাকে না, প্রকাশ পেয়ে গেলেও সে আনন্দিত হয় না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে দেখা হলে সে চায়, তারা প্রথমে সালাম দিক, তার সম্মানে খুশিমনে এগিয়ে আসুক, তার আমলের প্রশংসা করুক, তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিক। কেউ এসব করতে অবহেলা করলে সে কষ্ট পায়, অস্বাভাবিক মনে করে। যেন সে ওই গোপন আমলের বিনিময়ে সম্মান দাবি করে; যদিও লোকে তা জানে না। যদি ওই আমল সে না করত, তাহলে সে মানুষের অবহেলাকে অস্বাভাবিক চোখে দেখত না। কাজেই মাখলুক-সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ইবাদত করা আর

৯৪. হাশিয়াতু কিতাবিত তাওহিদ লিবনি কাসিম : ২৬৬ পৃ.।

না করা যতক্ষণ পর্যন্ত সমান না হবে, ততক্ষণ আমলকারী কেবল আল্লাহ তাআলার অবগতির ওপর তুষ্ট নয়। পিঁপড়ার পদচারণার চেয়েও যে রিয়া সূক্ষ্মতর, তার সম্ভাবনা এখানে থেকে যায়। আশঙ্কা থেকেই যায় সাওয়াব নষ্ট হওয়ার। সিদ্দিকগণ ছাড়া আর কেউ এ থেকে নিস্তার পায় না।

দ্বিতীয় প্রকার :

ইখলাস মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না হয়ে কোনো দুনিয়াবি ফায়দা হাসিল করার উপলক্ষ হওয়া। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ এই সুপ্ত আপদ থেকে সতর্ক করে বলেন, 'বর্ণিত আছে, ইমাম গাজালি ﷺ জানতে পারেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সঙ্গে ইবাদত করবে, তার অন্তর থেকে হিকমাহর ঝরনাধারা নিঃসৃত হয়, যেটি তার জবানে প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, "আমি তাই চল্লিশ দিন ইখলাস চর্চা করি। কিন্তু অন্তরে হিকমাহর কোনো ঝরনা জারি হয়নি। একজন আল্লাহর মারিফাতের অধিকারী বুজুর্গকে এটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, "তুমি ইখলাস চর্চা করেছ হিকমাহ লাভের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নয়।" এরপর ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, "কেননা, মানুষের কখনো উদ্দেশ্য হয় ইলম ও হিকমাহ লাভ করা, কাশফ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করা, মানুষের দৃষ্টিতে প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া বা অন্য কিছু। ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার মাধ্যমে যে এসব অর্জন করা যায় তা প্রসিদ্ধ। তাহলে সে যখন ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে

চায়, তখন তা পরস্পরবিরোধী হয়ে যায়। কারণ কেউ একটি উদ্দেশ্যে কোনোকিছুর চর্চা করলে সেটিই হয় মুখ্য উদ্দেশ্য, অপরটি বিবেচিত হয় উপলক্ষ হিসেবে। অতএব যদি ইলম, কাশফ, মারিফাত, হিকমাহ, অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ইখলাস চর্চা করে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করেনি; বরং নিম্নতর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইখলাসকে উপলক্ষ বানিয়েছে।'''[৯৫]

এ কারণে ইমাম শাতিবি ﷺ বলেন, 'কোনো কাজ সম্পাদনকারী যখন ফলাফল নিজের হাতে নেই জেনে ফলাফলের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহর নিকট তা সোপর্দ করে আর আমল করে যায়, তখন তা-ই হয় ইখলাসের অধিক নিকটবর্তী। অতএব মুকাল্লাফ[৯৬] বান্দা যখন ফলাফলের ভাবনা ছেড়ে শুধুই আদেশ-নিষেধের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আল্লাহর বিধিনিষেধে সাড়া দেয়—অন্তরের চাহিদা থেকে সে মুক্ত থাকে, সে-ই পালন করে রবের হক, দাসত্বের দাবি আদায় করে সে ব্যক্তিই। পক্ষান্তরে যদি ফলের দিকে নজর রাখে, তাহলে অন্তরও অভিমুখী হয় সেদিকে। আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তার মনোযোগ থাকে ফলাফলের দিকে।'[৯৭]

---

৯৫. দারউ তাআরুজিল আকলি ওয়ান-নাকল : ৬/৬৬, ৬৭।

৯৬. প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। যার ওপর শরিয়তের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। –অনুবাদক

৯৭. আল-মুওয়াফাকাত : ১/২১৯, ২২০।

শাতিবি ﷺ পূর্বোল্লিখিত চল্লিশ দিন ইখলাস চর্চার ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, 'কারণ তথা আমল সম্পাদন করার সময় ফলাফল ও পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখলে অনেক সময়ই এমন হয়। এমনকি কখনো পুরো মনোজগৎ দখল করে বসে ফলাফলের ভাবনা। আমল ও ফলাফল অর্জনের মাঝে এটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইবাদতগুজার আরও বেশি ইবাদতে লিপ্ত হয়, আলিম প্রবঞ্চনায় ভোগে নিজের ইলম নিয়ে... ইত্যাদি।'[৯৮]

তৃতীয় প্রকার :

ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ-এর ভাষায় : 'এখানে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট আছে। মানুষ কখনো কখনো অন্যদের সামনে নিজের সমালোচনা করে, সে চায় মানুষ তাকে বিনয়ী মনে করুক। এভাবে সে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করে। এটি রিয়ার সূক্ষ্মতর প্রকার। সালাফে সালিহিন এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ শিখখির ﷺ বলেন, "নিজেকে তোষামোদ করার জন্য জনসমক্ষে নিজের নিন্দা করাই যথেষ্ট। যেন নিন্দা করে তুমি নিজেকে ভালো প্রমাণ করতে চাও। আল্লাহর নিকট কিন্তু এটি নির্বুদ্ধিতা হিসেবে গণ্য হয়।"'[৯৯]

---

৯৮. আল-মুওয়াফাকাত : ১/২২০।

৯৯. আল-ইখলাস ওয়াশ-শিরকুল আসগার হতে সংগৃহীত। মাজমুউ রাসায়িলি ইবনি রজব ১/৮৮।

সালাফের আমল গোপন করার প্রচেষ্টা ও কৌশল

মুসলিম ভাই আমার,

ইখলাস ও আমল গোপন করা বিরল ও দুঃসাধ্য। তাহলে বাড়িতে ঘরের মাঝখানে ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে থেকে তোমার আমলের কী হবে?

খুরাইবি ﷺ বলেন, 'সালাফে সালিহিন পছন্দ করতেন যে, কারও এমন একটি গোপন আমল থাকুক, যা তার স্ত্রী বা অন্য কেউ জানে না।'[১০০]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

তাবিয়ি রবি বিন খুসাইম ﷺ-এর সব আমলই ছিল গোপন। এমনকি তিনি পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতকালে কেউ এসে পড়লে কাপড় দিয়ে মুসহাফ ঢেকে দিতেন।[১০১]

এ জন্যই জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ বলেন, 'তোমাদের কারও যদি গোপনে নেক আমল করার সামর্থ্য থাকে, সে যেন তা-ই করে।'[১০২]

---

১০০. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৯/৩৪৯।
১০১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১০৭।
১০২. আজ-জুহদ, ইবনুল মুবারক : ৩৯২ পৃ.।

একদা বিশর বিন মানসুর ﷬ দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করছিলেন। একজন পেছন থেকে দেখছিল। তিনি তা বুঝতে পারলেন। সালাত শেষ করে তাকে বললেন, 'যা দেখেছ, তা যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। কেননা, ইবলিস ফেরেশতাদের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে ইবাদত করেছে।'[১০৩]

ইয়াহইয়া বিন কাসির ﷬ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার ওষুধ পান করেন। তার স্ত্রী বলেন, 'ওষুধ ঠিকমতো কাজ করার জন্য আপনি যদি একটু পায়চারি করতেন!' তিনি বলেন, 'আমি এই ধরনের পায়চারি কী চিনি না; অথচ ৩০ বছর ধরে নিজের মুহাসাবা করছি।' সম্ভবত কোনো দ্বীনি কল্যাণ দেখতে না পাওয়ায় তিনি এ কাজ করা অনুচিত মনে করেছেন।[১০৪]

ইবনুল মুবারক ﷬ বলেন, 'অনেক ছোট আমল নিয়তের কারণে মহান কাজে পরিণত হয়!'[১০৫]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷬ বলেন, 'এককালে মানুষেরা যা করে, তা অন্যদেরকে দেখাত; আর এখন তারা যা করে না, তাও দেখায়।'

---

১০৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৮/৩৬।

১০৪. আল-ওয়ারা (আল্লাহভীতি), আহমাদ বিন হাম্বল : ১২২ পৃ., ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/১১০।

১০৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৪ পৃ.।

এ যুগে এ ধরনের লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার এই সতর্কবার্তা তাদের সঙ্গে খাপ খায় :

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

'যারা নিজেদের কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা কামনা করে—মনে করো না তারা আমার আজাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছে। বরং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'[১০৬]

অন্যের আমলের স্বত্ব দাবিকারী মানুষের সংখ্যা আজ কত বেশি! বিশেষভাবে পরিচালকগোছের বড় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, যাদের অবস্থান থাকে দৃশ্যমান। এদের কাউকে দেখা যায়, অধীনস্ত ব্যক্তিদের কাজ নিজের দাবি করে, আবার গর্বও করে। আল্লাহ ও মানুষ কারও সামনেই তারা লজ্জা পায় না।

আমলের সময় নিয়ত স্মরণ করার ক্ষেত্রে অনেকেই অবহেলা করে। খুব কম লোকই ঘুম, খাওয়া ইত্যাদি অভ্যাসগত বিষয়াদি সাচ্চা নিয়তের মাধ্যমে ইবাদতে পরিণত করে। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে বলেন, 'এমন বৈধ কাজসমূহই করা উচিত, যেগুলো

---

১০৬. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৮৮।

ইবাদতপালনে সহযোগিতা করে। আর সেগুলো করার সময় ইবাদতে সহযোগিতা-লাভের নিয়ত করবে।'[১০৭]

ঘুম, পানাহার ইত্যাদির সময় মুমিন যদি ইবাদতে শক্তিলাভের নিয়ত করে—যাতে সে কিয়ামুল লাইল বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করতে পারে—এসব কাজে সে ইবাদতের ন্যায় সাওয়াব লাভ করবে। সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সাদ বিন ওয়াক্কাস ﵁-কে বলেন :

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

'আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যেকোনো কিছু ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে তার প্রতিদানও।'[১০৮]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়া হয় আমোদ-ফুর্তি করতে গিয়ে, প্রবৃত্তির চাহিদার দখল থাকে সেখানে স্পষ্ট। তবে যদি নিয়ত করে, তাহলেই আল্লাহর মেহেরবানিতে সে সাওয়াব পাবে।'[১০৯]

---

১০৭. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/৪৬০।
১০৮. সহিহুল বুখারি : ১২৯৫।
১০৯. ফাতহুল বারি : ১/৩৭।

উলামায়ে কিরাম বৈধ ও অভ্যাসগত কাজসমূহে নিয়ত স্মরণে রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং জোর তাগিদ দিয়েছেন। যেন আমরা ইবাদতের মতোই সাওয়াব লাভ করি; যদিও এসব কাজ সম্পাদনে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না; বরং সেগুলো আমাদের নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। এটি আল্লাহর সুবিস্তৃত অনুপম অনুগ্রহের প্রতিফলন যে, আকর্ষণীয় ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দিয়েছেন, উপরন্তু নেক নিয়তের ভিত্তিতে সাওয়াব প্রদান করছেন।[১১০]

ইয়াহইয়া বিন কাসির ﷺ বলেন, 'তোমরা নিয়ত শেখো। কেননা এর প্রভাব আমলের চেয়েও বেশি।'[১১১]

জুবাইদ ﷺ বলেন, 'প্রতিটি কাজেই আমি নিয়ত করতে পছন্দ করি; এমনকি পানাহারেও।'[১১২]

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'আমাকে নিয়তের চেয়ে কঠিন কিছুর অনুশীলন করতে হয়নি, কারণ আমার নিয়ত বিগড়ে যায়।'[১১৩]

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'অন্তর পরিশুদ্ধ হয় সঠিক আমলের মাধ্যমে, আর আমল শুদ্ধ হয় বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে।'[১১৪]

---

১১০. কিতাবুল ইখলাস, উমর আশকার : ১৫৬ পৃ.।
১১১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৭০।
১১২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৬১।
১১৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১২ পৃ.।
১১৪. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১২ পৃ.।

ইকরিমা ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নিয়তের কারণে সেই সাওয়াব দান করেন, যা আমলের কারণেও দেন না। কারণ নিয়তের মাঝে কোনো লৌকিকতা থাকে না।'[১১৫]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সৎকর্মসমূহে নিয়ত, উদ্দেশ্য, হিম্মত ও আগ্রহের পরিমাণ অনুসারে বান্দা আল্লাহ তাআলার তাওফিক ও সাহায্য লাভ করে। সুতরাং বান্দার ওপর সাহায্য অবতীর্ণ হয় হিম্মত ও নিয়ত, আগ্রহ ও অনাগ্রহের ওপর ভিত্তি করে। একইভাবে সাহায্য পরিত্যাগের আসমানি ফায়সালা আসে বিপরীতধর্মী আচরণের কারণে। সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাওফিকের বারি বর্ষণ করেন উপযুক্ত স্থানে, সাহায্য পরিত্যাগ করেন উপযুক্ত পাত্রের। নিশ্চয়ই তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বিপদ আসে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করা এবং দুআ ও মুখাপেক্ষিতা ছেড়ে দেওয়ার কারণেই। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও সাহায্যলাভে সেই সমর্থ হয়েছে, যে শোকর আদায় করেছে; কায়মনোবাক্যে দুআ করেছে। আর সবর হলো সবকিছুর মূল।'

প্রিয় ভাই আমার, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

আমর বিন কাইস মালায়ি ﷺ আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়লে দেয়ালের দিকে ফিরে যেতেন। সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠতেন, 'উফ, সর্দি!'[১১৬]

---

১১৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/৩১৪।
১১৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১২৪।

কথিত আছে, তিনি একদিন ওয়াজ করছিলেন। এক লোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তিনি তাকে বলেন, 'ভাতিজা, তোমার উদ্দেশ্য কী মনে হয়? যদি তুমি বিশুদ্ধচিত্তে করো, তাহলে নিজের সদগুণ প্রচার করলে। আর যদি কৃত্রিমভাবে করো, তাহলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলে। মানুষেরা এককালে আমল গোপন করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত থাকত—আওয়াজ শোনা যেত না তাদের। তোমাদের পূর্ববর্তীরা এককালে পূর্ণাঙ্গ কুরআন পড়ে ফেলত, তার প্রতিবেশী টের পেত না। তাফাক্কুহ ফিদ-দ্বীন বা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করত কেউ; অথচ তার বন্ধু জানত না। এক ব্যক্তিকে বলা হয়, 'নামাজে তোমার একাগ্রতা কত বেশি, এদিক-ওদিক তাকানোর পরিমাণ কত কম!' সে উত্তরে বলে, 'ভাতিজা, আমার অন্তর কোথায় পড়ে ছিল, তুমি কীভাবে জানো?'[১১৭]

আইয়ুব সাখতিয়ানি ﷺ পুরো রাত জেগে নিঃশব্দে ইবাদত করতেন। সকাল হলে এমনভাবে আওয়াজ করতেন, যেন মাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন।[১১৮]

এদিকে সালামা বিন দিনার ﷺ একটি মহান আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, যার ব্যাপারে অনেক মানুষ উদাসীন। আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'তোমার

---

১১৭. আজ-জুহদ, হাসান বসরি রহ : ১৫৯ পৃ.।
১১৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৪৯২।

গুনাহসমূহের মতোই নেক আমলগুলোকেও গোপন করো।'[১১৯]

কে পারবে এটি বাস্তবায়ন করতে? হাঁ, শুধু সে-ই, যে নিজের অন্তরকে পরাজিত করেছে, আল্লাহ যাকে সাহায্য করেছেন, তাওফিক দান করেছেন এবং হিদায়াত দিয়েছেন!

হাসান ﵀ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যখন মজলিশে বসে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে, সে যেন তা যথাসম্ভব রোধ করে, যদি আশঙ্কা হয় যে, দমিয়ে রাখতে পারবে না, তাহলে যেন উঠে যায়।'[১২০]

জারির বিন আমর বিন সাবিত ﵀ বলেন, 'প্রখ্যাত তাবিয়ি আলি বিন হুসাইন ﵀ যখন ইনতিকাল করেন, লোকেরা তাঁর পিঠে কালো কালো দাগ দেখতে পায়। তারা বলে, "এটি কী?" বলা হয়, "তিনি রাতের বেলা আটার বস্তা পিঠে বহন করে মদিনার অভাবগ্রস্তদের দান করতেন।"'[১২১]

আমল সংরক্ষণের একটি উপায় হলো, দেখা না যায় মতো অশ্রুকণা গোপন করা। হাম্মাদ বিন জাইদ ﵀ বলেন, 'আইয়ুব সাখতিয়ানি ﵀ উপবিষ্ট ছিলেন একটি মজলিশে। তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। নাক ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বলে ওঠেন, "কী প্রচণ্ড সর্দি!"'[১২২]

---

১১৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৪০, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১০/৬।
১২০. আজ-জুহদ : ৩৭৩ পৃ.।
১২১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৩৬।
১২২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৮/৫০৩।

তাবিয়ি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ বলেন, ‘একদল মনীষীকে আমি পেয়েছি, যারা স্ত্রীর সঙ্গে এক বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন, কপোল বেয়ে নেমে আসা অশ্রুধারা বালিশ ভিজিয়ে দিত; অথচ স্ত্রী বুঝতে পারত না। এমন একদল মনীষীকে পেয়েছি, যারা কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত; অথচ পাশের ব্যক্তিটি বুঝতে পারত না।’[১২৩]

সওম ও সদাকা গোপনে তাদের প্রয়াস ছিল বিস্ময়কর। টানা বিশ বছর আবুল হুসাইন নববি ﵀ উভয়টি একত্রে পালন করেছেন; দুটি রুটি নিয়ে বাজারের উদ্দেশে তিনি ঘর থেকে বের হতেন, রুটিদুটি সদাকা করে মসজিদে প্রবেশ করতেন। সালাত পড়তে থাকতেন বাজারের সময় হওয়া পর্যন্ত। তারপর সময় হলে বাজারে যেতেন। বাজারের লোকেরা মনে করত, তিনি বাসায় আহার করেন। গৃহবাসী মনে করত, তিনি খাবার বাজারে নিয়ে খান—এদিকে তিনি সওম পালন করেন।[১২৪]

এরা সবরের সবচেয়ে মহান, কষ্টকর ও গুরুভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—তা হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে সবর। অবাধ্য অন্তরকে তারা বশ করেছিলেন। অনুশীলন করিয়েছিলেন ইবাদতে নিমগ্নতার। ফলে তারা সফল হন। একপর্যায়ে অবনত হৃদয় এগিয়ে যায় সত্যের পানে এবং

---

১২৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩৪৭।
১২৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৪৩৯।

প্রাণান্তকর ইবাদতে লিপ্ত হয়!

إِنِّيْ رَأَيْتُ وَفِي الأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ
لِلصَّبْرِ عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةُ الأَثَرِ
وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ يُحَاوِلُه
فَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ

'আমি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, সবর রেখে যায় সুখপ্রদ দারুণ পরিণতি। খুব কম লোকই লক্ষ্য সামনে রেখে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিরত হয়েছে, ধৈর্যের বদৌলতে তারা পৌঁছে গেছে সাফল্যের শিখরে।'

দাউদ তায়ি ﷺ চল্লিশ বছর রোজা রাখেন, কেউ জানতে পারেনি। তিনি ছিলেন রেশম-ব্যবসায়ী। খাবার নিয়ে সকালে বেরিয়ে যেতেন এবং পথে সদাকা করে দিতেন। ফিরে এসে পরিবার-পরিজনের সাথে রাতের খাবার খেতেন। তারা জানতেই পারত না, তিনি রোজাদার।[১২৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

بَشِّرْ هذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّناءِ وَالرِّفْعَةِ والدِّيْنِ والتَّمْكِيْنِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَه فِي الآخِرَةِ نَصِيْبٌ.

১২৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৩৫।

'এই উম্মতকে দ্বীনের মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভের। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করবে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ থাকবে না।'[১২৬]

সুফইয়ান ও ফুজাইল ﷺ মিলিত হয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। অতঃপর তারা ক্রন্দন করেন। সুফইয়ান ﷺ বলেন, 'আশা করি আমাদের মজলিশগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে বরকতপূর্ণ।' ফুজাইল ﷺ উত্তর দেন, 'কিন্তু আমার ভয় হয়, এটি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক মজলিশ হতে পারে। আপনি কি নিজের সবচেয়ে সুন্দর কথা খুঁজে নেননি? এভাবে আমার জন্য সজ্জিত হয়েছেন। আমি সজ্জিত হয়েছি আপনার জন্য। এভাবে আপনি আমার ইবাদত করেছেন আর আমি আপনার ইবাদত করেছি!' কাঁদতে কাঁদতে সুফইয়ান ﷺ-এর স্বর উঁচু হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে নবজীবন দান করেছেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।'

মুসলিম ভাই আমার,

মানসুর বিন মুতামির ﷺ চল্লিশ বছর দিনে রোজা রাখেন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন। সারা রাত কান্না করতেন তিনি। সকাল হলে চোখে সুরমা দিতেন, ঠোঁট উজ্জ্বল করতেন এবং চুলে তেল দিতেন। মা তাকে জিজ্ঞেস

---

১২৬. মুসনাদু আহমাদ : ২১২২২, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৮৬২;

করতেন, 'তুমি কাউকে হত্যা করেছ?' তিনি বলতেন, 'আমি কী করেছি, তা আমিই ভালো জানি।'[১২৭]

ইসরাইলি[১২৮] রিওয়ায়াতে আছে, এক আবিদ[১২৯] যুগ যুগ ধরে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। একবার তার নিকট একদল লোক এসে বলে, 'কিছু মানুষ আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে একটি গাছের পূজা করছে।' এ কথা শুনে আবিদ ক্ষিপ্ত হয়ে গাছটি কেটে ফেলার জন্য কুড়াল কাঁধে নিয়ে সেদিকে রওনা হন। পথিমধ্যে বৃদ্ধের রূপ ধারণ করে ইবলিস তার পথরোধ করে। সে বলে, 'আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর রহম করুন, কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি বলেন, 'ওই গাছটি কাটতে যাচ্ছি।' ইবলিস বলে, 'আপনার সঙ্গে গাছটির কী সম্পর্ক? ইবাদত ও নিজের ব্যস্ততা ছেড়ে অন্য কাজে কেন লেগেছেন?' আবিদ বলেন, 'এটি আমার ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত।'

ইবলিস বলে, 'আমি আপনাকে গাছটি কাটতে দেবো না।' এই বলে ইবলিস তার সঙ্গে লড়াই শুরু করে। তখন আবিদ ইবলিসকে ধরে মাটিতে ছুড়ে ফেলেন, তার বুকের ওপর চেপে বসেন। ইবলিস বলে ওঠে, 'আমাকে ছেড়ে দিন,

---

১২৭. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৪২।

১২৮. ইহুদিদের পূর্বপুরুষ ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম আলাইহিমুস সালামের উপাধি ছিল ইসরাইল। হাদিস বা ঘটনাসংবলিত যে রিওয়ায়াতের উৎস ইহুদিদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা কিতাব, তাকে হাদিসশাস্ত্রে ইসরাইলি রিওয়ায়াত বলা হয়। —অনুবাদক

১২৯. আবিদ, অধিক পরিমাণে ইবাদতকারী।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' আবিদ ইবলিসকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। ইবলিস বলে, 'ওহে আবিদ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তিনি এই কাজ আপনার জন্য ফরজ করেননি। আপনি তো এই গাছের ইবাদত করছেন না! আপনার ওপর বর্তায় না প্রবঞ্চিতদের দায়। ভূপৃষ্ঠের নানা অঞ্চলে আল্লাহর নবিগণ আছেন, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাদেরকে গাছটির পূজারিদের কাছে পাঠাতেন এবং সেটি কাটার নির্দেশ দিতেন।'

আবিদ উত্তর দেন, 'গাছটি আমার কাটতেই হবে।' আবিদ ইবলিসের সাথে লড়াই ঘোষণা করেন, তাকে পরাভূত করে মাটিতে শুইয়ে দেন এবং তার বুকের ওপর বসে পড়েন। ইবলিস না পেরে বলে, 'আপনি কি আমাদের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হতে চান, যা আপনার জন্য বেশি কল্যাণকর ও উপকারী?' আবিদ বলেন, 'সেটি কী?' ইবলিস বলে, 'সেটা বলার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন।' ইবলিস বলে, 'আপনি দরিদ্র লোক, আপনার কিছুই নেই। বরং আপনি অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকেন। মানুষ আপনার ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করে। হয়তো আপনি বন্ধুদের ওপর অনুগ্রহ করতে ও প্রতিবেশীদের দুঃখে সমব্যথী হতে ভালোবাসেন। তৃপ্তিভরে খেতে ও মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পছন্দ করেন।' আবিদ বলেন, 'অবশ্যই!'

ইবলিস বলে, ‘তাহলে আপনি এই কাজ থেকে ফিরে যান, আপনি আমার পক্ষ থেকে আপনার মাথার পাশে প্রতি রাতে দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা পাবেন। সকালে উঠে সেগুলো নেবেন আর নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে খরচ করবেন এবং বন্ধুবান্ধবকে সদাকা করবেন। এটি আপনার নিজের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য সেই গাছ কাটার চেয়ে অধিক উপকারী, যার স্থানে আরেকটি গাছ রোপণ করা হবে এবং তার পূজারিদের এতে কোনো ক্ষতিই হবে না। আপনার মুমিন ভাইরাও আপনি গাছটি কেটে ফেললে বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না।’

ইবলিসের কথাগুলো নিয়ে আবিদ চিন্তা করেন। তারপর বলেন, ‘বুড়ো ঠিকই বলেছে। আমি নবি নই যে, গাছটি কাটতে বাধ্য, আবার আল্লাহও আমাকে কাটার নির্দেশ দেননি যে, না কাটলে পাপী হব। সে যা বলেছে, তাতেই কল্যাণ বেশি।’ তিনি ইবলিসের সঙ্গে এই চুক্তি পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং শপথ করেন। আবিদ এভাবেই নিজ ইবাদতগাহে ফিরে আসেন, রাতে ঘুমান। সকালে উঠে দুটি স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পান। ওগুলো তিনি উঠিয়ে নেন। দ্বিতীয় দিনও তা-ই হয়। পরদিন থেকে আবিদ ঘুম থেকে উঠে আর কিছুই পাননি। রেগে গিয়ে তিনি কুড়াল নিয়ে গাছ কাটতে রওনা হন।

পথিমধ্যে বৃদ্ধের বেশে শয়তান তার পথরোধ করে। তাকে বলে, ‘কোথায় যাচ্ছেন?’ তিনি বলেন, ‘গাছটি কাটতে

যাচ্ছি।' ইবলিস বলে, 'অসম্ভব, এটা হতে দেওয়া যাবে না।' তারপর তাকে ইবলিস পাকড়াও করে ভূপাতিত করে। দেখা যায় তিনি ইবলিসের দুই পায়ের মধ্যখানে চড়ুইয়ের মতো দুর্বল হয়ে পড়ে আছেন। ইবলিস তার বুকের ওপর বসে পড়ে বলে, 'এই কাজ থেকে সরে যা, নয়তো তোকে জবাই করব!' আবিদ দেখেন, মোকাবিলা করার কোনো শক্তিই তার নেই। তিনি বলেন, 'আচ্ছা, তুমি তো আমার ওপর বিজয়ী হয়েছ, এবার আমাকে ছেড়ে দাও! আর বলো, কীভাবে আমি প্রথমবার তোমার ওপর বিজয়ী হয়েছি, আর এবার তুমি আমার ওপর বিজয়ী হয়েছ?' ইবলিস বলে, 'কেননা, প্রথমবার তুমি আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল পরকালীন কল্যাণ অর্জন; তাই আল্লাহ আমাকে তোমার বশীভূত করে দিয়েছিলেন। আর এখন তুমি রেগে গিয়েছ নিজের পার্থিব স্বার্থের জন্য; তাই আমি তোমাকে ধরাশায়ী করেছি।'[১৩০]

বিশর বিন হারিস আল-হাফি ﷺ বলেন, 'আন্তরিকতাপূর্ণ হিতকামনা ও ভালোবাসাপূর্ণ অভিব্যক্তি সহকারে অনেকেই আমাদের উপদেশ দেন, "খ্যাতির জন্য ভালো কাজ কোরো না। নেক আমল পাপকাজের মতোই লুকিয়ে রেখো।"'[১৩১]

---

১৩০. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৩৯৮।
১৩১. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১০/৪৭৬।

রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা রীতিমতো বিস্ময়কর। তবে যাকে আল্লাহ সাহায্য করেন, সে বারবার পরাজিত করে রিয়াকে। ফিরে এলে আগের মতোই দমন করে।

ইউসুফ বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ বস্তু হলো ইখলাস। অন্তর থেকে রিয়া ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে আমি কত সাধনা করি! কিন্তু প্রতিবার যেন ভিন্ন রূপ নিয়ে পুনরায় তা হাজির হয়।'[১৩২]

জনৈক মনীষী বলেন, 'ইখলাস হলো, নিজ কাজের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো সাক্ষী ও প্রতিদানদাতা না খোঁজা।'[১৩৩]

বিশিষ্ট ইবাদতগুজার আলিম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ ঘন ঘন শামের তরতুস শহরে যেতেন। পথিমধ্যে তিনি রাক্কা প্রদেশের এক সরাইখানায় যাত্রাবিরতি করতেন। তার নিকট এক যুবক আসা-যাওয়া করত। সে তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিত এবং তার নিকট হাদিস শুনত। বর্ণনাকারী বলেন, 'একবার ইবনুল মুবারক ﷺ রাক্কায় আসেন; কিন্তু সেই যুবক তার কাছে আসেনি। তিনি তাড়াহুড়ো করে জিহাদে বেরিয়ে যান। জিহাদ থেকে রাক্কায় ফিরে তিনি সেই যুবকের কথা জানতে চান। লোকেরা বলে, "সে ঋণের দায়ে বন্দী হয়ে আছে।" ইবনুল মুবারক ﷺ বলেন, "তার ঋণের পরিমাণ কত?" তারা বলে, "দশ হাজার

---

১৩২. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৬ পৃ.।
১৩৩. মাদারিজুস সালিকিন : ৯৬ পৃ.।

দিরহাম।" অনুসন্ধান করতে করতে তিনি পাওনাদারকে পেয়ে যান। পাওনাদারকে রাতে ডেকে দশ হাজার দিরহাম মেপে দেন। তাকে শপথ করান, ইবনুল মুবারক ﵀ যত দিন বেঁচে থাকবেন, সে যেন এই ঘটনা কাউকে না বলে। আর বলেন, "সকালে লোকটিকে মুক্ত করে দেবেন।""[১৩৪]

মুসলিম ভাই আমার,

কোনো অংশীদার ব্যতীত একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য পূরণে আমাদের সালাফগণ পূর্ণাঙ্গ ইখলাস ধারণ ও নেক আমল গোপন করতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাই তাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রতিদানস্বরূপ দুনিয়ায় দান করেছেন প্রশংসা ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। আল্লাহ তাআলা তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের ওপর নিজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং মানুষকে তাদের ওপর সন্তুষ্ট করেছেন।

পক্ষান্তরে, আমলপ্রদর্শনকারী, আত্মতুষ্টি ও জীবিকাচর্চার মানসিকতা লালনকারীদের ভাগ্যে উদ্দেশ্যের বিপরীতে শাস্তিস্বরূপ জুটে মানুষের সমালোচনা ও অসন্তোষ। আর পরকালের কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী তো আছেই।[১৩৫]

একবার দাউদ তায়ি ﵀ বাজারে বের হন। পাকা খেজুর দেখে তার খেতে ইচ্ছে করে। বিক্রেতার কাছে গিয়ে

১৩৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৪১।
১৩৫. মাআলিম ফিস-সুলুক : ৯২ পৃ.।

বলেন, 'এক দিরহাম পরিমাণ আঙুর দিন, আগামীকাল আপনাকে এক দিরহাম দেবো।' বিক্রেতা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'নিজের কাজে যান।' দাউদ তায়িকে চেনে এমন একজন তাকে দেখে একশ দিরহামের একটি থলে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'যান, সে আপনার কাছ থেকে এক দিরহাম নেবে। এই একশ দিরহাম আপনার।' বিক্রেতা তার কাছে এসে বলে, 'আসুন, আপনার যা লাগে নিয়ে নিন।' দাউদ ﷺ তাকে বলেন, 'আমার খেজুরের প্রয়োজন নেই। আমি নিজেকে পরীক্ষা করেছি, দেখছি দুনিয়ায় তার এক দিরহাম পরিমাণ মূল্যও নেই; অথচ সে জান্নাতে যেতে চায়।'[১৩৬]

হিশাম বিন হাসসান ﷺ-এর স্ত্রী বলেন, 'আমরা মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﷺ-এর গৃহে অতিথি ছিলাম; রাতে তার কান্নার শব্দ পেতাম, আর দিনে হাসির।'[১৩৭]

রাতে তারা কাঁদতেন রবের আজাবের ভয়ে ও রহমতের আশায়। আর দিনে হাসতেন দুরবস্থা গোপন করা, ইখলাস রক্ষা করা এবং ক্লান্তি, দুঃখ ও কিয়ামুল লাইলের কারণে পরিশ্রমের প্রভাব প্রকাশ না পাওয়ার জন্য।

জনৈক প্রজ্ঞাবান মনীষী বলেন, 'যে ব্যক্তি খ্যাতি ও লৌকিকতার জন্য পুণ্যকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত এমন লোকের মতো, যে বাজারে গিয়ে পাথরকণা দিয়ে তার থলে পূর্ণ

---

১৩৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৩৯।
১৩৭. কিতাবুজ জুহদ : ৪২২ পৃ.।

করে। লোকে দেখে বলে, "ওর থলে কী ভরপুর!" মানুষের এই কথা ছাড়া তার কোনো লাভ নেই! যদি সে এই থলের বিনিময়ে কোনো বস্তু কিনতে চায়, তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি খ্যাতি ও লৌকিকতার জন্য আমল করে, মানুষের কথা ছাড়া তারও কোনো লাভ নেই, আখিরাতে সে কোনো সাওয়াব পাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾

'তাদের কৃত আমলের প্রতি আমি মনোনিবেশ করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।'[১৩৮]

অর্থাৎ তারা যে সকল আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেনি, আমি সেগুলোর সাওয়াব বিনষ্ট করে দেবো, সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দেবো। সূর্যের কিরণে যে ধূলিকণা উড়তে দেখা যায়, এখানে তা উদ্দেশ্য।[১৩৯]

কথিত আছে, ইমাম আহমাদ ﵀ জীবন-সায়াহ্নে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেলে তিলাওয়াত করেন :

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

---

১৩৮. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৩।
১৩৯. তাম্বিহুল গাফিলিন : ১/১৬।

‘যেমনিভাবে তারা প্রথমবার ইমান আনেনি, আমি তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বক্র করে দেবো, আর তাদেরকে নিজ অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেবো।’[১৪০]

এ কারণে মহান সালাফের আশঙ্কা হতো, গুনাহ সুন্দর পরিসমাপ্তির পথে অন্তরায় হতে পারে।

আব্দুল হক ইশবিলি ﷺ বলেন, ‘জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মন্দ পরিসমাপ্তি থেকে রক্ষা করুন। এই দুর্ভাগ্য তাদের হয় না—যারা বাহ্যিকভাবে শরিয়ত আঁকড়ে থাকে এবং নিজ অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখে। আল্লাহর রহমতে এমন কিছু ঘটেনি বা জানা যায়নি। মন্দ পরিসমাপ্তি তারই হয়, যার আকিদায় ত্রুটি থাকে, কবিরা গুনাহ বারবার করে কিংবা গুরুতর কাজসমূহে পা বাড়ায়। কখনো কখনো এগুলো ব্যক্তির ওপর চেপে বসে, যখন সে ফিরে এসে তাওবা করতে চায়, শয়তান তৎক্ষণাৎ তাকে বিভ্রান্ত করতে সফল হয় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।’[১৪১]

---

১৪০. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১১০।
১৪১. আল-জাওয়াবুল কাফি : ২৪৫ পৃ.।

রিয়ার প্রতিকার

রিয়া অতি গুরুতর একটি বিষয়—বান্দার আমলের জন্য ভয়ংকর হুমকি। এ ছাড়া যেহেতু প্রতিটি রোগেরই প্রতিষেধক রয়েছে—কেউ জানে আর কেউ জানে না; রিয়া ও ইখলাস পরিপন্থী অন্যান্য আত্মিক ব্যাধিরও আছে নানা প্রকারের চিকিৎসা ও প্রতিকার।

১. মুকাল্লাফ ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, সে শুধুই একজন দাস। মুনিবের সেবার কারণে দাস কোনো বিনিময় বা প্রতিদানের হকদার হতে পারে না। কেননা, সে সেবা করে তার দাসত্বের দাবি পূরণের জন্য। মুনিবের কাছ থেকে সে যে প্রতিদান পায়, তা স্রেফ অনুগ্রহ ও দয়া, কোনো বিনিময় নয়।

২. আল্লাহর তাওফিক, করুণা ও অনুগ্রহ পর্যালোচনা করা। অনুধাবন করা যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, তার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই এবং আল্লাহর ইচ্ছাই তার আমলটির অস্তিত্বকে আবশ্যক করেছে, নিজের ইচ্ছা নয়। তাই কল্যাণের প্রতিটি ফোঁটা একমাত্র আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ।

৩. আমলে বিদ্যমান ত্রুটি, শৈথিল্য ও অসম্পূর্ণতা পর্যবেক্ষণ করা। আমলে অন্তর্গত প্রবৃত্তি ও শয়তানের ভাগ প্রত্যক্ষ করা। প্রতিটি আমলেই অল্প পরিমাণ হলেও শয়তানের হিস্যা থাকে, প্রবৃত্তির কিছু ভাগ

থাকে। নবি ﷺ-কে নামাজে মুসল্লির ইতস্তত নজর দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন :

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

'এটা এক ধরনের ছিনতাই। যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত হতে অংশবিশেষ ছিনিয়ে নেয়।'[১৪২]

এক পলক দৃষ্টির যদি এই অবস্থান হয়, তাহলে গাইরুল্লাহর দিকে মন চলে যাওয়ার কী হিসেব হবে?

৪. অন্তরের সংশোধন, ইখলাস ধারণ করার নির্দেশ এবং আমলপ্রদর্শনকারীর তাওফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা নিজেকে সব সময় মনে করিয়ে দেওয়া।

৫. আল্লাহ তাআলা হৃদয়ে পুঞ্জীভূত রিয়ার ব্যাপারে অবগত হলে রাগান্বিত হবেন—এই ভয় অন্তরে রাখা।

৬. অপ্রকাশ্য ইবাদতসমূহ অধিক হারে করা এবং সেগুলো গোপন রাখতে সচেষ্ট থাকা। যেমন : কিয়ামুল লাইল, গোপন সদাকা, নিভৃতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদা ইত্যাদি।

---

১৪২. সহিহুল বুখারি : ৭৫১, সুনানু আবি দাউদ : ৯১০, সুনানুত তিরমিজি : ৫৯০।

৭. আল্লাহর বড়ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাওহিদের বাস্তবায়ন আর সুমহান নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।

৮. মৃত্যু ও মৃত্যুযন্ত্রণা, কবর ও তার বিভীষিকা, শেষ বিচারের দিন ও তার সেসব ভয়াবহতার কথা স্মরণ করা—যা দেখে সেদিন শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে।

৯. রিয়ার পরিচয়, অন্তরে প্রবেশের উপায়, অপ্রকাশ্য রিয়াসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা; যেন পূর্ণাঙ্গরূপে রিয়া থেকে বেঁচে থাকা যায়।

১০. দুনিয়া ও আখিরাতে রিয়ার পরিণাম নিয়ে ভাবা। এতে বান্দা জানতে পারবে, যদি সকল মানুষ সম্মিলিতভাবে তার কোনো উপকার করতে চায়, এমন কোনো উপকারই শুধু করতে পারবে, যা আল্লাহ তার ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন; যেমনটি ইবনে আব্বাস ﵁-এর উদ্দেশে রাসুল ﷺ-এর কৃত উপদেশে এসেছে। এ কারণে সালাফের জনৈক মনীষী বলেন, 'মানুষ যেন তোমার ক্ষেত্রে পশু ও শিশুর মতো উদাসীন হয়ে থাকে, এই কামনা কোরো। তাদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি, উদাসীনতা বা অবগত হওয়ার কারণে তোমার ইবাদতে কোনো পার্থক্য তৈরি কোরো না। একমাত্র আল্লাহর অবগতি নিয়েই তুষ্ট হও।'

উমর ফারুক ﵁-এর ওপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হোন, তিনি বলেছেন, 'নিজের বিরুদ্ধে গেলেও বিশুদ্ধচিত্তে যে সত্যকে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা মানুষের অনিষ্ট হতে তার জন্য যথেষ্ট হন। যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রদর্শন করে, যা তার মাঝে নেই—তাকে আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছিত করেন।'

ইবনুল কাইয়িম ﵀ উমর ﵁-এর উক্তি 'যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রদর্শন করে, যা তার মাঝে নেই—তাকে আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছিত করেন'—এর ওপর মন্তব্য করে বলেন, 'না থাকা সত্ত্বেও যে প্রদর্শন করে, সে ইখলাস ধারণকারীর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা, এমন কিছু সে প্রকাশ করে, যার বিপরীত অন্তরে লালন করে; তাই আল্লাহ তাআলা তার সাথে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণ করেন। কারণ, উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান শরিয়ত ও তাকদিরে স্বীকৃত। ইখলাস ধারণকারীকে যেখানে তার ইখলাসের প্রতিদানস্বরূপ দুনিয়াতেই নিজ অন্তরে ইবাদতের তৃপ্তি আর মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা ও মর্যাদা ঢেলে দেওয়া হয়। না থাকা সত্ত্বেও প্রদর্শনকারীকে শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেই মানুষের মাঝে লাঞ্ছিত করা হয়। কেননা, সে তার অন্তরকে আল্লাহর সামনে অপমান করে। এটি আল্লাহর মহান গুণবাচক নাম ও গুণাবলির ফলাফল।

আর রিয়ার পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে হাদিসে এসেছে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ

'যে ব্যক্তি প্রচারের জন্য আমল করবে, আল্লাহ তার উদ্দেশ্য প্রচার করে দেবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করবে, আল্লাহ তার বাসনা প্রকাশ করে দেবেন।'[১৪৩]

অনুরূপভাবে রিয়াকারী ব্যক্তি সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দ্বারা সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে।

১১. আল্লাহর নিকট ইখলাস অর্জনে সাহায্য কামনা করা এবং রিয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। মুসলিমের কর্তব্য, বেশি পরিমাণে দুআ ও অনুনয় করা; যেন তাকে আল্লাহ রিয়া ও রিয়ার কারণসমূহ থেকে রক্ষা করেন। হাদিস শরিফে নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে :

الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، وسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فعلتَهُ أَذْهَبَ عَنْكَ صِغَارَ الشِّرْكِ وَكِبَارَه، تَقُوْلُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

১৪৩. সহিহুল বুখারি : ৬৪৯৯, সহিহ মুসলিম : ২৯৮৭।

‘পিঁপড়ার পদচারণার চেয়েও শিরক তোমাদের ভেতর অধিক সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দেবো, যা ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক দূর করবে? তুমি পড়ো, “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সজ্ঞানে শিরক করা থেকে আশ্রয় চাই, আর অজ্ঞাতসারে কৃত শিরক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি।”’[১৪৪]

রিয়ার অনেক প্রকার রয়েছে। আল্লাহর কাছে সেগুলো নির্ণয় ও প্রতিকারে সাহায্য কামনা করি।[১৪৫]

---

১৪৪. আল-জামিউস সাগির : ৩/২৩৩।

১৪৫. কিতাবুল ইখলাস, ড. আব্দুল আজিজ।

কিছু বিষয়—যা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রিয় মুসলিম ভাই,

কিছু বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য; যা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়—কিন্তু অনেকে ভুল ধারণাবশত রিয়া মনে করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে :

১. কেউ নেক আমলকারীর প্রশংসা করা। তবে সেই আমলের উদ্দেশ্য প্রশংসা লাভ নয়। আবু জার ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সেই মুমিনের ব্যাপারে আপনার কী মতামত, পুণ্যকর্ম করায় লোকে যার আমলের প্রশংসা করে?' তিনি ইরশাদ করেন :

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

'এটি মুমিনের জন্য নগদ সুসংবাদ।'[১৪৬]

এভাবেই মুখলিস খ্যাতি অপছন্দ করে এবং খ্যাতি থেকে পালায়; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার জন্য পৃথিবীর বুকে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে দেন। এতে বান্দা আল্লাহর অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হয়। অপরপক্ষে রিয়াকারী গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে ভালো-মন্দ নানা প্রকারে চেষ্টা করে থাকে।

---

১৪৬. সহিহু মুসলিম : ২৬৪২।

২. অন্যান্য ইবাদতকারীদের দেখলে এবং পুণ্যবান ও ইখলাসের অধিকারীদের সংস্পর্শে এলে নেক আমলে তৎপর হয়ে ওঠা। কেননা, এগুলো আমলকারীর সংকল্প দৃঢ় করে এবং তার অন্তরে আনে কর্মস্পৃহা ও প্রফুল্লতা।

৩. গুনাহ গোপন করা : মুসলিমের ওপর পাপকাজ গোপন করা ওয়াজিব। গুনাহের কাজ বলে বেড়ানো জায়িজ নয়, কেউ তাওবা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। গুনাহ প্রকাশ করা ও গুনাহ সম্পর্কে কথোপকথন অশ্লীলতা প্রসারের অন্তর্ভুক্ত। এটি আল্লাহর সীমারেখার প্রতি অবজ্ঞা করার দিকে নিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

'অপরাধ প্রকাশকারীরা ব্যতীত আমার উম্মতের প্রত্যেককে ক্ষমা করা হবে! প্রকাশের একটি রূপ এই যে, ব্যক্তি রাতে কোনো গুনাহের কাজ করে, তার প্রতিপালক তা গোপন রেখেছেন এ অবস্থায়

সকালে উপনীত হয়; কিন্তু সে বলে বেড়ায়, “হে অমুক, রাতে আমি এমন এমন করেছি।” অথচ তার প্রতিপালক রাতে তা গোপন করে রেখেছিলেন এবং সে রাত্রিযাপনকালে অবিরতভাবে তা গোপন করে রাখছিলেন, আর সকালে সে আল্লাহর গোপনকৃত তথ্য প্রকাশ করে দেয়।’[১৪৭]

৪. পোশাক, জুতো ইত্যাদির সাজসজ্জা : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত আছে, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

‘অন্তরে যার অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’

এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলেন, ‘মানুষ নিজের ব্যাপারে ভালোবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতো সুন্দর হোক! (এটিও কি অহংকার?)’ রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ.

---

১৪৭. সহিহ মুসলিম : ২৯৯০।

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন! অহংকার তো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা আর মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।'[১৪৮]

৫. ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করা : ইসলামে এমন কিছু ইবাদত রয়েছে, যেগুলো গোপন করা সম্ভব নয়। যেমন : হজ, উমরা, জুমআ, জামাআত ইত্যাদি। এগুলো প্রকাশ করার ফলে বান্দা রিয়াকারী গণ্য হয় না। কেননা, ফরজ আমলসমূহের দাবি হলো, সেগুলো ঘোষণা দেওয়া ও প্রচার করা। এ ছাড়াও এ সকল আমল দ্বীনের প্রতীক ও ইসলামের নিদর্শন। উপরন্তু এই আমলগুলো পরিত্যাগকারী তিরস্কার ও ঘৃণার যোগ্য; তাই কুধারণা দূর করার জন্য প্রকাশ করা জরুরি।[১৪৯]

---

১৪৮. সহিহু মুসলিম : ৯১।

১৪৯. আর-রিয়া জাম্মুহু ওয়া আসারুহু ফিল-উম্মাহ গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত, ৫৩ পৃ. থেকে।

পরিশিষ্ট

মুসলিম ভাই আমার,

সতর্ক থাকুন, ইখলাস অর্জন করা ও রিয়া থেকে সাবধান হওয়ার পর শয়তান অভিনব পন্থায় আপনার অন্তরে যেন প্রবেশ না করে। নিজেকে নিয়ে গর্ব করা ও আত্মমুগ্ধ হয়ে পড়া, আমল গোপন করা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা ও আল্লাহকে ধন্য করেছি মনে করা ইত্যাদি যেন আপনাকে গ্রাস না করে। বরং আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং কৃতজ্ঞ হোন, তিনি আপনার জন্য ইখলাস অর্জন সম্ভব করে দিয়েছেন; তাই বিনয়াবনত হয়ে তাঁর আনুগত্যে ব্রতী হোন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলসমূহ সঠিক করে দিন, কথায় ও কাজে ইখলাস দান করুন, আমলে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে, আমাদের মা-বাবাকে ও সকল মুসলিমদের ক্ষমা করে দিন।

অনুরূপভাবে দুআ করি, যেন তিনি আমাদেরকে সুখী জীবনযাপন করার তাওফিক দেন এবং তাওহিদের ওপর শহিদি মৃত্যু দান করেন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘আমলে ইখলাস আসবে যেভাবে।’ মূল আরবি নাম (مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ)। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ)-এর একটি উপহার। বইটিতে উঠে এসেছে দ্বীনে ইসলামের সারমর্ম ইখলাসের কথা। ইখলাস-বিহীন কোনো আমলই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। ইখলাসের বিপরীত হলো রিয়া ও লৌকিকতা। আলোচ্য পুস্তিকায় শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে ইখলাসের স্বরূপ ও প্রকৃতি, রিয়ার ভয়ংকর পরিণাম, ইখলাস অর্জনের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা।

প্রিয় পাঠক, আশা করি বইটি আপনাকে আপনার ইমান ও আমল সম্পর্কে নতুন করে সচেতন করবে। ইখলাস ও নিষ্ঠা অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতে নাজাতের পথ দেখাবে। সর্বোপরি আমল-বিধ্বংসী রিয়া ও লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগাবে।...

ইখলাস ও সুন্নাহবিবর্জিত আমলকারী সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে বালি দিয়ে তার থলে পূর্ণ করে—অর্থহীন একটি বোঝা সে বয়ে বেড়ায়, যেটি তার কোনো কাজে আসে না।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'আত্মতুষ্টি ও আত্মমুগ্ধতা অপেক্ষা অধিক আমল বিনষ্টকারী আর কিছু নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা এবং ইখলাসের চেয়ে আমলকে বিশুদ্ধকারী আর কিছু নেই।'